রিয়া : গোপন শির্ক

মূল

আবু আম্মার ইয়াসির আল ক্বাদি

সম্পাদনা

ডঃ আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্‌স

সৌজন্যেঃ

ইসলামী বই অনুবাদ টীম

সূচীপত্র

ভূমিকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আমাদের নফসের খায়েশিয়াত এবং আমাদের খারাপ আমলগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দান করেন, কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ হতে দেন, কেউ তাকে হেদায়াত দিতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রসূল।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানবজাতিকে সতর্ক করে কুরআনে বলেছেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।"[১]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে শয়তানের কথা বর্ণনা করেছেন-

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

"সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।"[২]

যাদেরকে শয়তান বিপথগামী করতে পারবে না, তাদের ব্যাপারে শয়তানের দূর্বলতা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্য এক আয়াতে নির্দেশ করেছেন-

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

"সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।"[৩]

যে সকল পথ দিয়ে শয়তান আমাদের কাছে আসে আমাদের আমলগুলো ধ্বংস করার জন্য, তন্মধ্যে অন্যতম হল, আমাদের নিয়্যত পরিবর্তন সাধন, যখন আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে একমাত্র আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইবাদত করতে উদ্যত হই। শয়তান ইবাদতে নিয়্যতকে পরিবর্তন করতে, সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য সৃষ্টির প্রশংসা পাওয়ার নিমিত্তে প্ররোচিত করে। এটাই **রিয়া** হিসাবে পরিচিত।

যখন আমি আমার নিজের অন্তরে এই রোগের উপস্থিতি অনুভব করলাম এবং দেখতে পেলাম শয়তান কিভাবে প্ররোচণার দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করছে, আমি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ি যে, আমার কি করা উচিৎ! আমি কি ভাল আমলগুলো পরিত্যাগ করব, যেগুলো আমি করছিলাম, যাতে আমি রিয়ার বিপদ এড়াতে পারি? নাকি ক্ষুদ্র আমলগুলো চালিয়ে যাবো এবং নিজের ভিতরকার খারাবী পরিস্কার করার চেষ্টা করব? যদি তাই হয়, তাহলে আমার অন্তর থেকে এই রোগ নির্মূলের সঠিক উপায় কি?

---

[১] সূরা ফাতিরঃ ৬

[২] সূরা আ'রাফঃ ১৬-১৭

[৩] সূরা হিজরঃ ৩৯-৪০

এই রোগের জন্য তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য আমি কুরআন, সুন্নাহ, *সাল্ফে-সালেহীনগণের* বিবৃতি[৪] এবং ইসলামের শিক্ষিত আলেমগণের দিকে ফিরে গেলাম। রিয়া কি? কি কারণে এটি হয়? এর লক্ষণগুলো কি কি? কিভাবে এ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় ও তা এড়িয়ে যাওয়া যায়? আলহামদুলিল্লাহ্, এতে আশ্চর্য কিছুই নেই যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমি আমাদের দ্বীনের মধ্যে খুঁজে পেলাম, কারণ এই দ্বীন হচ্ছে এমন এক দ্বীন যাতে আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমার মনে হয়, আমি যে সমস্যা মোকাবেলা করেছি তা সংকলন করা দরকার এবং আশা করি যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একে আমার মুসলিম ভাইদের হিদায়াত এবং পুনরুত্থানের দিন আমার জন্য কল্যাণের উৎস বানাবেন। আমিন॥

আবু আম্মার মদীনা,

সৌদি আরব

যুল ক্বাদাহ্ ১৪১৬ হিজরী,

নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল

[৪] আস-সালাফ আস-সালেহ্ (পূর্ববর্তী পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ) হিসাবে মুসলিমদের প্রথম তিন প্রজন্মকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং বৃহত্তর অর্থে যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ।

অধ্যায় একঃ রিয়ার সংজ্ঞা

ভাষাগতভাবে, রিয়া এসেছে মূল শব্দ 'র'য়া' হতে যার অর্থ "দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা"। পরিবর্তিত শব্দ যার অর্থ "হুকুমের দাস; ভন্ডামি, কপটতা"।[৫]

শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে, এর অর্থ *"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করার অভিনয় করা হয় অথচ নিয়্যত থাকে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জন করা।"* হতে পারে নিয়্যতটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নিয়্যত যেথায় যে ব্যক্তি আমলটি করছে তার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ব্যাপারে কোন চেতনা নাই, যাই হোক না কেন, অথবা হতে পারে এটা আংশিকভাবে মিথ্যা নিয়্যত, যেথায় ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্‌ আছে কিন্তু এই সময়ে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ারও ইচ্ছা করে।

এই সংজ্ঞা হতে দেখা যায় রিয়া অন্তরে সৃষ্টি হয়। আহলুস্‌ সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আহ -এর আলেমগণ একমত যে, ঈমান অন্তর্ভূক্ত করে অন্তরের কাজ (যথাঃ ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস এবং আশা), জিহ্বার কাজ (যথাঃ শাহাদাহ্‌র উচ্চারণ) এবং দেহের কাজ (যথাঃ সালাহ্‌ আদায়, হজ্জ্ব করা)। শাইখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন, *"অন্তরের কাজটি হলো ঈমানের মৌলিক বিষয়ের একটি অংশ এবং দ্বীনের ভিত্তি, এর সাথে আরও সংযুক্ত করা যায়ঃ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য ভালবাসা, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠতা, তাঁর হুকুম অনুসারে ধৈর্য্য, তাঁর প্রতি ভয়... এবং সকল আলেমের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এরকম সকল আমল যা সবার জন্য ফরয।"*[৬] ইবনে ক্বায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন, *"অন্তরের কাজটি হলো ঈমানের ভিত্তি এবং দেহের কাজ তাদের অনুসরণ ও পরিপূর্ণ করা। নিয়্যত আত্মার মত এবং আমল দেহের মত, যদি আত্মা দেহত্যাগ করে তাহলে দেহ মরে যায়। এক্ষেত্রে অন্তরের বিষয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, দেহের বিষয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনের চেয়ে। কিভাবে একজন মুনাফিক পৃথক হবে একজন ঈমানদার থেকে অন্তরের আমল ছাড়া? অন্তরের ইবাদত এবং আত্মসমর্পণ দেহের ইবাদত এবং আত্মসমর্পন থেকে অধিকতর মহৎ, তারা সংখ্যায় অনেক এবং অধিক অবিচ্ছিন্ন, যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রে তা জরুরী।"*[৭]

---

[৫] আরবিতে লিখিত আধুনিক ডিক্‌শনারী, পৃঃ ৩২০

[৬] মাজমু'য়া আল-ফাতাওয়া, ভলি-১০, পৃঃ ৫

[৭] বাদা'য়ী আল-ফাওআ'য়ীদ, ভলি- ৩, পৃঃ ২২৪ এবং ৩৩০

অধ্যায় দুইঃ নিয়্যত অনুযায়ী আমল

রিয়ার আলোচনা শুরু করার পূর্বে সংক্ষিপ্ত ভাবে ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই জরুরী।

উমার ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেনঃ *"সমস্ত আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যার সে নিয়্যত করেছে। কারো হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হলে বস্তুত তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভ অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সেজন্যই হয়েছে বলে গণ্য হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।"*[৮]

এই হাদীস ইসলামের একটি মৌলিক নীতি। এই কারণে হাদীসের প্রায় প্রত্যেকটি কিতাবেই এটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং পূর্বের আলেমগণ ও সাধারণ লোকজন এ হাদীসকে গ্রহণ করেছেন ও প্রচার করেছেন। বস্তুতঃ ইমাম বুখারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এই হাদীসটি দ্বারা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থ শুরু করেছেন, তাঁর কিতাবের ভূমিকা হিসাবে পরিবেশন করা হয়েছে এবং নির্দেশিত হয়েছে যে, কোন আমল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে করা হলে তা দুনিয়াতে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না, আখেরাতেও নয়।

আব্দুর রহমান ইবন মাহদী[৯] বলেন, *"যদি আমি কোন অধ্যায় লিখতাম (কোন কিতাবের), উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) এর হাদীসটি সামনে রেখে তা করতাম, যাতে প্রত্যেক অধ্যায়ে নিয়্যতকে সতর্ক করতে পারি।"* তিনি আরও বলেন, *"কেউ কোন কিতাব লেখার ইচ্ছা করলে এই হাদীসটি দিয়ে আগে শুরু করতে পারে, 'নিয়্যত অনুযায়ী আমল'।"* ইমাম শাফেয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)[১০] বলেন, *"এই হাদীসটি সকল জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ, এবং ফিকহ্ (ইসলামের আইন) এর সত্তরটি অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।"* ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)[১১] বলেন, *"ইসলামের ভিত্তি তিনটি হাদীসের উপর দাঁড়িয়ে আছেঃ উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন)-এর হাদীস, 'নিয়্যাত অনুযায়ী আমল (উপরে উল্লেখিত)' নু'মান ইবন বশীরের হাদীসঃ 'হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট...'*[১২] *এবং আয়িশার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) হাদীসঃ 'যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (ইসলাম) নতুন কিছু প্রচলিত করে যা এর সংশ্লিষ্ট নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে'।"*[১৩] আবু উবাইদা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)[১৪] বলেন, *"নবী ﷺ ভবিষ্যতের সকল বিষয় একত্রিত করে এক বাক্যে প্রকাশ করেছেনঃ 'যে কেউ আমাদের ব্যাপারে নতুন কিছু প্রচলিত করে, যা এর*

---

[৮] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ

[৯] আব্দুর রহমান ইবন মাহদী (১৩৩-১৯৮ হিজরী) একজন বিখ্যাত হাদীসের আলেম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক ইবন আনাস (রহঃ), সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ্ (রহঃ) এবং অন্য অনেক আলেমগণ থেকে। আলী আল মাদিনী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "হাদীস বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন আব্দুর রহমান ইবন মাহদী"- দেখুন- তাযহীব আল কামাল (পৃষ্ঠা- ৩৯৬৯), তাযহীব আত্-তাহসীব (পৃষ্ঠা- ৪১৬১)।

[১০] মুহাম্মদ-ইবন-ইদরিস আশ-শাফিয়ী (রহঃ) (৭০৯-৮২০ খ্রিঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত মুসলিম আলেম। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ঈমাম মালিক (রহঃ), ইমাম মুহাম্মদ আশ শায়বানী (রহঃ) [ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর প্রধান ছাত্র] এবং ইমাম লাইছ ইবনে সা'দ (রহঃ) এর কাছ থেকে এবং নিজ দক্ষতায় একজন প্রতিষ্ঠিত আলেম হতে পেরেছিলেন। ইসলামিক আইন (উসুল-উল-ফিকহ) বিষয়ক বিজ্ঞান এর স্তর বিন্যাস তিনিই প্রথম বিবেচনা করতেন।

[১১] আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) (৭৭৮-৮৫৫ খ্রিঃ) হচ্ছেন বিখ্যাত মুসনাদ এর লেখক এবং সুন্নাহ সংগ্রাহকদের অন্যতম। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার খুবই কম সংখ্যক আলেমদের একজন যিনি খোলাখুলিভাবে কথা বলতেন আব্বাসীয় খলিফাদের বিরুদ্ধে, 'কুরআন সৃষ্ট' তাদের এই ধর্মবিরোধী বিশ্বাস সম্পর্কে এবং এর ফলে তিনি বন্দী ও অত্যাচারিত হন।

[১২] নবী ﷺ এর হাদীসের সূত্র, *"হালাল বিষয়টি স্পষ্ট এবং হারাম বিষয়টি স্পষ্ট, কিন্তু দু'টি বিষয়ের মাঝামাঝি যা অনেক মানুষের কাছে সন্দেহজনক। অতএব, যে কেউ এই সন্দেহযুক্ত বিষয়টি এড়িয়ে যায় সে নিজেকে বিশেষ করে তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করে, কিন্তু যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত হয় সে হারামের মধ্যে পড়ে। সে ঐ রাখালের ন্যায় যে তার ভেড়া সংরক্ষিত চারণভূমির সীমানাতে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সীমানা অতিক্রম করে। সত্যিকারভাবে প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। এবং সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সংরক্ষিত এলাকা হলো তার নিষিদ্ধ কাজ সমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায় গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোস্তের টুকরাটি হলো কল্ব।"* (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

[১৩] সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

[১৪] আবু উবাইদ আল-ক্বাসিম ইবন সালাম আল বাগদাদী (২২৪ হিজরী) ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যকরণবিদ এবং আইনজ্ঞ। (সূত্র- তাযহীব আল কামাল, পৃঃ ৪৭৯২)

সংশ্লিষ্ট নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।' এবং তিনি ﷺ পৃথিবীর সমস্ত বিষয় একত্রিত করেছেন এক বাক্যাংশেঃ 'নিয়্যত অনুযায়ী আমল।' অতএব, প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে এই দুটি হাদীস খুবই জরুরী।" এবং আবু দাউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)[১৫] বলেন, *"আমি নবী ﷺ -এর পাঁচ লক্ষ্য হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, সেখান থেকে আমার কিতাবের (সুনানে আবু দাউদ) জন্য চার হাজার আট শত হাদীস মনোনীত করেছি এবং এগুলোর মধ্যে চারটি হাদীস একজন ব্যক্তির দ্বীনের জন্য যথেষ্ট।*

নবী ﷺ -এর প্রথম বিবৃতি, 'আমল নিয়্যত অনুযায়ী...।' নবী ﷺ এর দ্বিতীয় বিবৃতি, 'একজন ভাল মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হলো যা তার জন্য প্রয়োজনীয় নয় তা ত্যাগ করে।'[১৬] *নবী ﷺ -এর তৃতীয় হাদীস, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'*[১৭] *এবং নবী ﷺ -এর চতুর্থ হাদীস, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট...।'"*

এই সকল হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে ইসলামের আলেমগণ নিয়্যত বিষয়ক হাদীসটিকে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। নিয়্যতের উপরের হাদীসটি নির্দেশ করে যে, একজন ব্যক্তির মনে মনে স্থিরকৃত প্রত্যেকটি আমলের পিছনে একটি নিয়্যত আছে। নিয়্যতটি হতে পারে প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় অথবা দুটির কোনটিই নয়, কিন্তু একটি নিয়্যত অবশ্যই থাকে। অন্য কথায়, প্রত্যেকটি আমল যা একজন ব্যক্তি করে, তার একটি লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য আছে।

নবী ﷺ বলতে চেয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই অর্জন করবে যা সে নিয়্যত করেছে। এখানে অর্থ দাঁড়ায় যে, এক ব্যক্তির পুরস্কার অর্জন নির্ভর করে, সে যা নিয়্যত করেছে তার উপর। এক্ষেত্রে যদি নিয়্যতটি ভাল কাজের জন্য হয়, কিন্তু গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে সে কাজটি করতে সমর্থ হলো না, ব্যক্তিটি অবশ্যই কাজটির কল্যাণ অর্জন করবে।[১৮]এই কথার সমর্থনে একটি হাদীস বর্ণনা করা হলোঃ আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, *"আল্লাহ বলেছেন, (ফেরেস্তাদেরকে) আমার বান্দা পাপ কর্মের কথা ভাবলেই তা লিখবে না বরং সে যদি তা কার্যে পরিণত করে, তখন একটি পাপ লিখবে। কিন্তু যদি সে আমার জন্য তা পরিত্যাগ করে, তবে সে স্থলে একটি সওয়াব লিখে দিবে। অন্যদিকে, যদি সে কোন নেক কাজের নিয়্যত করে কিন্তু তা সে কার্যে পরিণত না করে, তখন প্রতিদান হিসেবে তার জন্য একটি সওয়াব লিখবে আর তা সম্পাদন করলে লিখবে দশ থেকে সাতশ সওয়াব।"*

যা হোক লক্ষ্য করা উচিত যে, যদি এক ব্যক্তি পাপ কর্মের সংকল্প করে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কুদরের কারণে কাজটি সমাধা করতে না পারলে একটি পাপকর্ম তালিকাভূক্ত হয়ে থাকবে।[১৯] নিয়্যত যদি খারাপ হয় আমল ভাল হলেও, তা অবশ্যই পাপ কর্মের তালিকাভূক্ত হয়ে থাকবে।

আল-কুরআনও সঠিক এবং একনিষ্ঠ নিয়্যতের গুরুত্ব দেয়। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

---

[১৫] আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আম'আত আস-সিজিস্তানী (৮১৮-৮৮৯ খ্রিঃ) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত আলেম এবং বিখ্যাত সুনান গ্রন্থের সংকলক। আল হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আবু দাউদ ছিলেন তাঁর সময়কার হাদীসের আলেমদের মধ্যে অবিসংবাদিত ইমাম।"

[১৬] মিসকাতুল মাসাবিহ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে আত-তিরমিযী, বর্ণনা করেছেন আলী এবং আবু হুরায়রা (রাঃ)।

[১৭] সহীহ বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ্

[১৮] যা হোক, উল্টাটি সত্য নয়। যেভাবে, যদি এক ব্যক্তি একটি পাপ কর্ম করার সংকল্প করে কিন্তু পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে সংকল্প পরিবর্তন করল, তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শুধু ঐ সংকল্পকেই ক্ষমা করবেন না বরং তার আল্লাহ্ ভক্তির কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

[১৯] উদাহরণ সরূপ, একটি চোর ব্যাংকে চুরি করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু একটি চাকা পাংচার হওয়া তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে। ব্যাংক চুরি করতে না পারার জন্য সে পুরস্কৃত হবে না। তবে পথিমধ্যে সে যদি মত পরিবর্তন করে ফিরে আসে,তবে সে সওয়াব পাবে।

"এবং তাহারা (ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান) তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এটাই সঠিক দ্বীন।"[২০]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

"কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা মুমিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং সেজন্য যথাযথ চেষ্ট করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কার যোগ্য।"[২১]

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

"এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা (তোমাদের ধন-সম্পদ) ব্যয় করনা।"[২২]

মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম একনিষ্ঠ এবং সঠিক নিয়্যতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তাই এই বিষয়ে অনেক বক্তব্য বিবৃতি লিপিবদ্ধ আছে। বর্নিত আছে যে, ইবনে মাসুদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন)[২৩] বলেন, *"এ সমন্ধে কথা বলা মূল্যহীন যতক্ষণ না তা আমলে পরিণত করা হয়। কথা এবং আমল উভয়ই মূল্যহীন যতক্ষণ না তা সঠিক নিয়্যতে করা হয়। আর কথা, আমল এবং সঠিক নিয়ত মূল্যহীন যতক্ষণ না এগুলো সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।"*[২৪] বর্নিত আছে যে, সুফিয়ান আছ-ছাত্তারী[২৫] বলেন, *"আমার জন্য অধিকতর কঠিন হলো আমার নিয়্যতকে সঠিক করা, কারণ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল।"* ইবনে আল-মুবারক[২৬] উদ্ধৃত করেছেন, *"এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ছোট আমল এর নিয়্যত অনুযায়ী বৃহদাকার হবে (পুরুস্কারের ক্ষেত্রে) এবং এটাও খুবই স্বাভাবিক যে একটি বড় আমল এর নিয়্যত অনুযায়ী হ্রাস হবে।"*

ইবনে আজলান[২৭] নির্দিষ্ট করে বলেছেন, *"কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সাথে তিনটি জিনিস থাকে। যথাঃ আল্লাহর ভয়, যথার্থ নিয়্যত এবং সঠিকতা (সুন্নাহ অনুসারে)।"* মুত্তারিফ ইবনে আবদিল্লাহ[২৮] বর্ণনা করে বলেছেন, *"অন্তরের*

---

[২০] সূরা বাইয়্যিনাতঃ ৫

[২১] সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১৮-১৯

[২২] সূরা বাকারাঃ ২৭২

[২৩] আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) ছিলেন নবী ﷺ এর বিখ্যাত সাহাবী এবং ইসলাম গ্রহণে ষষ্ঠতম ব্যক্তি। ইসলামী আইন বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি ৩২ হিজরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। (দেখুন আল-ইসাবাহ্ ফী তামাঈয আস্ -সাহাবাহ্ নং ৪৯৭০)

[২৪] এই বর্ণনাটি দুর্বল (দেখুন যামি' আল-উলুম, পৃঃ৭০), যাহোক, সালাফদের বক্তব্য গুলো সেই সময় থেকেই সাধারণতঃ আকীদাহর অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় নাই। এই ধরনের উক্তিগুলো বর্ণনার কোন ক্ষতি করে না,যতক্ষণ তাঁরা কুর'আন সুন্নাহর মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে। যাহোক, নবী ﷺ এর হাদীসগুলো এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। সেই সময় হতেই এগুলো ঈমানের ভিত্তি।

[২৫] সুফিয়ান আছ-ছাত্তরী ৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বসরায় মৃত্য বরন করেন। তিনি ধর্মপরায়ণতা এবং তাঁর জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ইয়াহ ইয়া ইবন মা'য়ীন তার সম্পর্কে বলেন, "সুফিয়ান হাদীস বিষয়ে ঈমানদারদের নেতা।" (দেখুন - তাহযীব আল- কামাল, নং ২৪০৭ এবং তাহযীব আত-তাহযীব, নং ২৫৩৮)

[২৬] আব্দুল্লাহ ইবন আল মুবারক ১১৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যবরন করেছেন ১৮১ হিজরীতে। তিনি হাদীসের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং সুন্নাহর একজন রক্ষক ছিলেন। আল-আসওয়াদ ইবন সালিম তার সম্পর্কে বলেন, "যদি তুমি দেখ কেউ একজন ইবন আল-মুবারকের সমালোচনা করছে,তাহলে তার ইসলামকে সন্দেহ করতে পার।" (দেখুন-তাহযীব আল কামাল, নং ৩৫২০ এবং তাহযীব আত্-তাহযীব নং ২৬৮৭)

[২৭] মুহাম্মদ ইবন আজলান সাহাবাদের ছাত্র (তাবিয়ী) ছিলেন যিনি অষ্টম শতাব্দীতে মসজিদে নববীতে বক্তৃতা করতেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরন করেন। (দেখুন- তাহযীব আল-কামাল নং ৬১৭৬)

পবিত্রতা এবং ধর্মপরায়ণতা কেবল পবিত্র এবং ধর্মপরায়ণ আমলের দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে। এবং পবিত্র ও ধর্মপরায়ণ আমল কেবল সঠিক নিয়্যত দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে।"

ফুদাইল ইল ইয়্যাদ[২৯] এই আয়াতের সূত্র ধরে বলেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।"[৩০]

"[এর অর্থ যে আমলগুলো করা হয়] যথার্থ এবং একনিষ্ঠ নিয়্যত দ্বারা। যদি কোন আমল নিষ্ঠার সাথে কিন্তু অযথার্থভাবে করা হয়, তা গ্রহণ করা হবে না; অনুরূপ যদি কোন আমল যথার্থভাবে তবে নিষ্ঠা ছাড়া করা হয়, তাও বর্জন করা হবে। কেবল যখন কাজটি যথার্থ এবং একনিষ্ঠ ভাবে করা হবে, তখন তা গ্রহণ করা হবে। 'একনিষ্ঠতা' অর্থ অন্তর দিয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করা এবং "যথার্থভাবে" অর্থ সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করা।"[৩১]

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে, কোন আমল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি পূর্বশর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হলো– কাজটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করা দ্বিতীয়টি শর্ত হলো– কাজটি নবী ﷺ এর সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর যেসব নতুন বিষয় দ্বীনের মধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে (বিদ'আহ্) সে গুলোর মত করে নয়।

---

[২৮] মুত্বারিফ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আশ্-শাখির (?- ৯৫ হিজরী) ছিলেন একজন দ্বীনের উত্তরাধিকারী (তাবি'য়ী)। তিনি নবী ﷺ এর জীবাদ্দাশয় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে দেখেননি। তিনি উবাই ইবনে কা'ব, উছমান ইবন আফ্ফান অন্যদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (দেখুন তাহযীব আল-কামাল, নং ৬০০১ এবং তাহযীব আত-তাযীন নং ৭০১৬)

[২৯] ফুদাইল ইবন ইয়্যাদ ইবন মাস্উদ আত-তাসীমি (?-১৮৭ হিজরী) সমরকুন্দে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং চলার পথের ডাকাত হিসাবে বেড়ে ওঠেন। যাই হোক, তিনি একাজ থেকে তওবাহ করেন এবং ইলম অর্জনের জন্য কুফা সফর করেন। তিনি সংযম এবং ধর্মপরায়ণতার জন্য সুপরিচিত হয়েছিলেন। (দেখুন তাহসীব আল কামাল, নং ৪৭৬৩ এবং তাহযীব আত্তাহযীব নং ৫৬৪৭)

[৩০] সূরা মূলকঃ ২

[৩১] এই পরিচ্ছেদের জন্য সালাফদের সমস্ত উদ্ধৃতি গুলো গ্রহণ করা হয়েছে জামি'আল উলুম থেকে পৃ নং ৫৯-৮৪।

অধ্যায় তিনঃ রিয়ার ক্ষতিসমূহ

রিয়ার ক্ষতি সমূহ অনেক ব্যাপক, তাই নবী ﷺ উম্মাহর[৩২] প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং উদ্বেগের কারণে অন্য বিষয়ের চেয়ে এর ভয়াবহতাকে বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন।

মাহ্‌মুদ ইবন লাবীদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "*তোমাদের জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই তা হলো ছোট শিরকঃ রিয়া।*"[৩৩]

অন্য হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন যে, "*তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রিয়ার ক্ষতিকেই বেশী ভয় করেছেন।*"

আবু সাঈদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিকট আসলেন যখন আমরা দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং বললেন, "*আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়টা জানাব না যাকে আমি তোমাদের জন্য ভয় করি, এমনকি দাজ্জালের ফিৎনা থেকেও অধিক? তা হলো লুকানো শিরক। এক ব্যক্তি সালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং তার সালাত সুন্দর করে, কারণ সে মনে করে লোকজন তাকে দেখছে।*"

যখন আমরা এই হাদীসটিকে বিবেচনা করি তাহলে আমরা রিয়ার প্রকৃত বিপদ সমূহ বুঝতে পারব। দাজ্জালের ফিৎনা খুবই বেদনাদায়ক দুর্দশা যা মানবজাতির ওপর আদম সৃষ্টির পর হতে থেকে বিচার দিবস না হওয়া পর্যন্ত আপতিত দুর্দশার মধ্যে ভয়াবহতম এবং নবী নূহ (আঃ)-এর পর এমন কোন নবী ছিলেন না যিনি তাঁর অনুসারীদের এই কঠিন ফিৎনার কথা বলে সতর্ক করেননি। নবী ﷺ ঐ সকল লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যারা দাজ্জালের সময়ে জীবিত থাকবে, তারা যেন দাজ্জাল থেকে পালায় এবং তিনি ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে আল্লাহর কাছে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তবুও নবী ﷺ বলেন যে, তিনি রিয়ার ক্ষতিকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকেও অধিক ভয় করেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।"[৩৪]

রিয়ার বিপদসমূহে মিশ্রিত থাকে এর লুকানো প্রকৃতি।

আবু মুসা আল-আশ'আরী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বললেন, "*হে মানব মন্ডলী! তোমরা এই শিরককে (রিয়া) ভয় কর, কেননা তা পিপীলিকার পদ ধ্বনি অপেক্ষাও সূক্ষতর।*"[৩৫]

ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বলেছেন, "*অমাবশ্যার মাঝ রাতে একটি কালো পাথরের উপর দিয়ে একটি পিপীলিকার পদাচারণা থেকেও তা অস্পষ্ট।*"[৩৬]

---

[৩২] মুসলিম জাতি।

[৩৩] মুসনাদে আহ্‌মাদ এবং বর্ণনা করেছেন আল-বাঘাউয়ী তাঁর শরাহ আস সুন্নাহতে এবং সালীম আল-হিলালী বলেন এর রাবীর সূত্র সহীহ। রাবীগণ হলেন (ইসহাক্ব ইবন ঈসা), ইমাম বুখারী বলেন যে, তিনি তাঁর হাদীসের জন্য সুপরিচিত (দ্রঃ তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য)। [আব্দুর রহমান ইবন আবী আস-সান্নাদ], ইমাম আত-তিরমিযী বলেন যে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। (আমর ইবন আবী আমর) এবং আসিম ইবন উমার ইবন ক্বাতাদাহ উভয়ই নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে ইমাম ইবন হাজার দ্বারা ঘোষিত হয়েছেন।

[৩৪] সূরা আল-ক্বাফঃ ৩৭

[৩৫] সহীহ আল তারগীব ওয়াত-তারহীবে নির্ভর যোগ্য সূত্রে।

[৩৬] তাফসীর ইবন কাসীর, ১ম খন্ড, যদিও ইবন আব্বাস (রাঃ), বিভিন্ন রকমের ছোট শিরকের সম্পদ্ধে বলেছেন কিন্তু এটি রিয়ার ন্যায় ছোট শিরকের ক্ষেত্রে পুরোপুরি উপযুক্ত।

এমনকি নবী ﷺ রিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে বিদায় হজ্জের পূর্বে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "*হে আল্লাহ্! এটা এমন হজ্জ বানিয়ে দিন যাতে থাকবে না কোন রিয়া নতুবা কোন লৌকিকতা।*"[৩৭]

নিম্নে রিয়ার কিছু ক্ষতিকর দিক আলোচনা করা হলোঃ

১। ঈমান এবং তাওহীদ দূর্বল করেঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।"[৩৮]

রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে, যেহেতু সত্যিকারভাবে আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে সে ইবাদত করার অভিনয় করে। তখন সে আল্লাহর সৃষ্টির সন্তুষ্টি এবং প্রশংসা অর্জনের চেষ্টা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ঐ সকল সত্যিকার ঈমানদারদের বর্ণনা করেছেন যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর জন্য তাদের ইবাদতগুলো পালন করে, তাদের কাজের জন্য অন্যের কাছ থেকে পুরস্কার অথবা কৃতজ্ঞতা আশা করে না।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

"তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলেঃ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।"[৩৯]

এমনকি যখন সত্যিকার ঈমানদারগণ জীবনের মৌলিক জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন তারা অন্যের কাছ থেকে একটি প্রশংসামূলক শব্দ গ্রহণ ছাড়াই তাদেরকে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা জানে যে, প্রশংসা এবং পুরষ্কার তারা তাদের ভাল কাজগুলো কবুল হওয়ার মাধ্যমে পেতে পারে। মহাকল্যাণের প্রতিযোগিতা করা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই, যা মহান আল্লাহ্ তাদেরকে দান করতে ওয়াদা করেছেন। সত্যিকার ঈমানদারগণ উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ-ই একমাত্র প্রসংসা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত এবং আল্লাহ-ই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হক্বদার। এর সরাসরি বিপরীতে, আল্লাহ্ মুনাফিকদের বলেছেন–

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

"অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর, যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।"[৪০]

আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে সুরা আন-নিসাতে বলেছেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় । আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে।"[৪১]

---

[৩৭] সহীহ্ আল জামিতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে।
[৩৮] সূরা আল-যারিআতঃ ৫৬
[৩৯] সূরা আল-ইনসানঃ ৮-৯
[৪০] সূরা আল-মা'উনঃ ৪-৭
[৪১] সূরা আন-নিসাঃ ১৪২

২। ছোট আকারের শির্কঃ

নবী ﷺ বলেন, *"লুক্কায়িত শিরক হলো এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ায় এবং সে তার সালাতকে সুন্দর করে, কারণ সে দেখছে যে লোকজন তাকে লক্ষ্য করছে।"*

রিয়া হচ্ছে নিয়্যতের শিরকের সীমানা যা কোন ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। রিয়া এবং নিয়্যতের শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো, ব্যক্তির কাজ রিয়ায় পর্যবসিত হয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদতের নিয়্যত না করেই, কিন্তু তা নিয়্যতের শিরকে পর্যবসিত হয় যখন প্রকৃত পক্ষে সরাসরি মিথ্যা ইলাহের ইবাদত করতে নিয়্যত করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কোন হিন্দু একটি মূর্তির পূজা করে, ঐ মূর্তির প্রতি প্রার্থণা এবং উৎসর্গ করাই তার নিয়্যত, সে বিশ্বাস করে যে মূর্তিটি তার কল্যাণ এবং ক্ষতি করতে পারে। অন্য দিকে, এক ব্যক্তি যে তার সালাতকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে, সে এই লোকদের প্রতি সরাসরি তার ইবাদত পালন করে না, বরং তাদের প্রশংসা পেতে চায়। এটা সরাসরি নয়, পরোক্ষ ইবাদতের সামিল। অতএব, রিয়া এবং নিয়্যতের শিরক সমান নয়। বরং শিরক আন-নিয়্যাহ্ সরাসরি শিরক, রিয়ার অভিব্যক্তির তুলনায় অধিক।

আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, রিয়া একটি ছোট শির্ক, কিন্তু এটা যে ক্ষমার অযোগ্য শিরক এর পর্যায়ে পড়ে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্‌র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।"[৪২]

আল্লাহ আরো বলেন–

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।"[৪৩]

এই আয়াতগুলোতে উল্লেখিত শিরক হল বড় শিরক, কিন্তু এটা কি ছোট শিরক-এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়? এই বিষয়ের উপর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, এটা মনে হয় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্-ই ভাল জানেন এবং রিয়া এই পর্যায়ে পড়ে না, তবে এটা একটি বড় পাপ (আল-কাবাইর)।

অন্যকথায়, বড় শিরক [যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা] একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বড় শিরক পালনকারীর জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন নিশ্চিত হয় এবং তার সকল ভাল কাজ গুলোকে ধ্বংস করে। অন্যদিকে, ছোট শিরক ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডিসীমা থেকে বের করে দেয় না, শুধু ঐ বিশেষ কাজগুলোর জন্য পুরষ্কার বাতিল করে; যা এই কর্মের ফল এবং ব্যক্তিটির সমস্ত ভাল কাজের পুরষ্কার বাতিল করে না। যে ব্যক্তিটি ছোট শিরক করে তার জন্য জাহান্নামের আগুন নিশ্চিত হয় না এবং এটা সম্ভব যে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করতে পারেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন।

৩। পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়াঃ

কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তিটি রিয়া সম্পাদন করে তার অন্তরে রোগ আছে এবং যদি এই রোগ থেকে আরোগ্য না হয়, তাহলে এটা পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করবে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন–

[৪২] সূরা আন-নিসাঃ ৪৮
[৪৩] সূরা আয-যুমারঃ ৬৫

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

"তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ্ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।"[৪৪]

নবী ﷺ এর সাহাবীদের (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) সময়ের একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়ে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

জাবির ইবন সামুরাহ বর্ণনা করেন যে, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের সময় কিছু কুফাবাসী সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন), (যিনি কুফার একজন গভর্নর ছিলেন)-এর নামে উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) এর কাছে অভিযোগ পেশ করলেন। সুতরাং তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন)-কে পাঠালেন (তাদের অভিযোগের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে)। যাই হোক, তারা একের পর এক অভিযোগ পেশ করতে লাগল। এমনকি, তারা দোষারোপ করল যে সা'দ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) জানেন না কিভাবে সঠিক নিয়মে সালাত পড়তে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) সা'দ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সা'দ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) উত্তরে বললেন, *"আল্লাহর শপথ, আমি নবী ﷺ এর নিয়মেই সালাত আদায় করি। কোন কিছুই হ্রাস করিনি। আমি ইশা সালাতের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ করি এবং শেষের দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত করি।" উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বললেন, "এটাই তোমার কাছে আমি আশা করেছিলাম।"*

এরপর উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) কয়েকজনকে তদন্ত করতে কুফায় পাঠালেন, লোকজনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে। তারা প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং লোকজনকে সা'দ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তারা যে স্থানেই গেলেন তাঁর (সা'দ) সম্পর্কে প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু শুনলেন না। যখন তারা অভিযোগ পেশকারী দলের মসজিদে প্রবেশ করেন, সে সময় উসামাহ্ ইবন ক্বাতাদাহ নামে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং বলল, *"যদি আপনারা প্রকৃতপক্ষে সত্য জানতে চান, তাহলে শুনুন, সা'দ ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করে যুদ্ধ করেন না, গণীমতের মাল সমান হারে বন্টন করেন না এবং প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করেন না।"* এ সময় সা'দ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বললেন, *"আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চাই, হে আল্লাহ্! যদি তোমার এই বান্দা (উসামাহ) একজন মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার জীবনকে দীর্ঘায়িত কর, তার দরিদ্রতা বৃদ্ধি কর এবং তার মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত কর।"*

অনেক বছর পর, যখন উসামাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে কেমন আছে, সে বলল, *"একজন বৃদ্ধ লোক ক্লান্ত এবং দুঃখ ভোগ করছে সা'দের বদ দো'য়ার কারণে।"* হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী বলেন, *"একদা আমি তাকে (উসামাহ) দেখলাম তার ভ্রু ঝুলে ছিল তার চোখের পাতার নীচে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, এমনকি সে যুবতী মেয়েদের দ্বারা হয়রানির শিকার হতো যখনই সে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করত।"*

৪। কল্যাণমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ

এ বিষয়ে নবী ﷺ কয়েকটি বক্তব্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ অন্যের উদ্দেশ্যে করা কাজ গুলো গ্রহণ করবেন না। আবু উমামাহ্ আল-বাহিলী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, *"আল্লাহ্ গৌরবান্বিত, কোন কাজই গ্রহণ করেন না যতক্ষণ না তা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়।"*

আল্লাহ্ আমাদের এই ধরনের কাজের জন্য সতর্ক করে বলেছেন-

[৪৪] সূরা আল-বাকারাঃ ৯-১০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"হে ঈমানদারগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের সম্পদ লোকদের দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে দেয়। যা তারা উপার্জন করছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৪৫]

কিভাবে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, এই কাজগুলো গ্রহণ করবেন যখন ব্যক্তিটি কাজগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে না এবং কিভাবে আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ন্যায় বিচারক, সমান প্রতিদান দিবেন ঐ ব্যক্তিকে যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করে আর ঐ ব্যক্তি যে রিয়া সম্পাদন করে, বড় একটি মসৃণ পাথর খন্ড দিয়ে মাটি ঢেকে রাখার ন্যায়। যখন লোকজন এটা দেখে তখন তারা ভাবে এটা একটি উর্বর স্থান; অথচ এটা শুধু একটি অনুর্বর পাথর খন্ড যা ফেলে রাখা হয়েছে, যখন সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি এর উপর পড়বে তা উন্মোচিত হবে। অধিকন্তু, তারা তাদের কাজের ফল ভোগ করতে সক্ষম হবে না।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"তোমরাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতঃপর তার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও উহা পুড়ে যায়? এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।"[৪৬]

আল্লাহ্ রিয়া সম্পাদিত ঐ সকল ভাল কাজগুলোকে একটি সুন্দর রসাল ফলের বাগানের সাথে তুলনা করেন যা আগুন দ্বারা পুড়ানো হয় যখন এর মালিক সেটা থামাতে অক্ষম অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে, এটা তার ভাল কাজগুলো বিফল হয়ে যাওয়ারই সদৃশ। বিচার দিবসে আল্লাহ্ তাদের অবস্থা হীন করবেন যারা রিয়া সম্পাদন করেছিল এবং তাদেরকে বলবেন, তাদের পুরষ্কার ওদের কাছ থেকে নিতে, দুনিয়াতে যাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা তারা করেছিল।

মাহমুদ ইবনে লাবীদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেন, গৌরবান্বিত আল্লাহ্ তাদেরকে (যারা রিয়া সম্পাদন করেছিল) বলবেন যখন তিনি মানুষের আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন (বিচার দিবসে), *"দুনিয়াতে যাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা আমল করতে, তাদের কাছে যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের প্রতিদান পাও কি-না।"*

আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, *"গৌরবান্বিত এবং সর্বোৎসৃষ্ট আল্লাহ্ বলেন, "আমি সকল অংশীদার থেকে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমার কোনও অংশীদারের প্রয়োজন নেই। সেহেতু, যে আমার পাশাপাশি অন্য কারও উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, আমি তাকে ত্যাগ করব, যার সাথে আমার অংশীদারিত্ব করে (বিঃদ্রঃ সে যে কাজ করে তার জন্য কোন কল্যাণ পাবে না)।"* সর্বোপরি, উবাই ইবন কা'ব বর্ণনা করেন যে আল্লাহ্ রাসূল ﷺ বলেন, *"এই উম্মতকে প্রাচুর্য ও বিপুল সম্মান, দ্বীনের দ্বারা উচ্চ মর্যাদা, জমীনে রাজত্ব এবং আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদ দাও। কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করে, আখিরাতে তার কোন হিস্‌সা নেই।"*

[৪৫] সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৪
[৪৬] সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৬

৫। আল্লাহ্ কর্তৃক অবমাননাঃ

এমনকি যদিও লোকজন যারা খ্যাতি এবং প্রশংসা পাওয়ার জন্য নেক আমল করে, এই জীবনে যা চায় পায়, বিচার দিবসে তারা সর্বতোভাবে অপমানিত হবে।

মু'য়ায ইবন জাবাল (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এই দুনিয়াতে খ্যাতির পর্যায়ে অবস্থানকারী এমন একজন ব্যক্তি নেই যে লোক দেখানোর জন্য কিছু করে না, ব্যতিক্রম যে বিচার দিবসে আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টি লোকের সম্মুখে তার আমলের স্বরূপ প্রকাশ করে দেবেন।"

আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, *"যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে, আল্লাহ্ বিচার দিবসে তাঁর সকল সৃষ্টি লোকের সম্মুখে তাকে হীন ও অপদস্থ করবেন।"*

৬। জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের জন্য প্রথম কারণঃ

আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেন, *"কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য অবতরণ করবেন আর তখন সকল মানুষ নতজানু হয়ে বসা থাকবে। প্রথমে যে ব্যক্তিকে ডাকা হবে সে হল একজন ক্বারী, তার পর আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারী এবং তারপর একজন সম্পদশালী। আল্লাহ্ ক্বারী ব্যক্তিকে বলবেন, আমার রাসূলের উপর যা অবতীর্ণ করেছি তোমাকে কি তা শিক্ষা দেই নি? সে বলবে, জ্বী-হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! তিনি বলবেন, তুমি যা শিখেছিলে তা কী কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, আমি রাত দিন জেগে কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, আর ফিরিস্তাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি তো চেয়েছিলে লোকে তোমাকে বলুক, 'অমুক ক্বারী' আর তা তো বলা হয়েছে।*

এরপর হাজির করা হবে ধনী ব্যক্তিকে। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাকে প্রাচুর্য দান করিনি যাতে তোমাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে না হয়, সে বলবে, জ্বী-হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! তিনি বলবেন, আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম তা তুমি কি কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বদা অটুট রেখেছি এবং সর্বদা দান-সাদকা করেছি। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আর ফিরিস্তাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ বলবেন, "বরং তুমি চেয়েছিলে লোকে তোমাকে বলুক যে, অমুক একজন দানবীর আর তা বলা হয়েছে।

এরপর হাযির করা হবে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারীকে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি কোন উদ্দেশ্যে শাহাদাত বরণ করেছ? সে বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার পথে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলাম, তারপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, আর ফিরিস্তাগণও বলবেন তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহ্ বলবেন, বরং তুমি কামনা করেছ যে, বলা হোক 'অমুক একজন মস্ত বীর আর তা তো বলা হয়েছে।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাঁটু দুটো চাপড়িয়ে বললেন, হে আবু হুরায়রা, কিয়ামত দিবসে এই তিনজনই হবে সৃষ্টি জীবের মধ্যে জাহান্নামের সর্বপ্রথম ইন্ধন।"

৭। আল্লাহকে সিজদা করতে অক্ষমতাঃ

অবমাননার আরেক রূপ হল, যারা লোক দেখানো ইবাদত করে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁকে (আল্লাহকে) সিজদা করা থেকে বিরত রাখবেন যখন তারা তা করতে চাইবে। এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস আবু সাঈদ আল-খুদরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ঈমানদারগণ কিভাবে বিচার দিবসে আল্লাহকে দেখবেন এবং তারপর বলেন-

“এরপর আল্লাহ্ তাঁর হাঁটুর নিম্নাংশ অনাবৃত করবেন, আল্লাহ্ তাদেরকে সিজদা করতে দিবেন যারা দুনিয়াতে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে সিজদা দিত,যাতে একজনও দাঁড়িয়ে না থাকে। যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো সিজদা করেছিল, আল্লাহ্ তাদের মেরুদন্ড একটি কাষ্ঠ খন্ডের ন্যায় করে দিবেন (যাতে সে বাঁকা হতে না পারে)। যতবারই তারা সিজদা করতে যাবে ততবারই তারা অধঃমুখে পতিত হবে।”

৮। জান্নাতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাঃ

মানুষের খুশীর জন্য কৃত নেক আমলও জান্নাতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেন, *“যে কেউ কোন ইলম যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে অর্জন করা উচিত তা দুনিয়ার কল্যাণের জন্য অর্জন করে, সে পরকালে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।”*

এখানে ইলম বলতে ইসলামী ইলম বোঝানো হয়েছে, এটাই সেই ইলম যা শুধু আল্লাহর জন্য অর্জন করতে হবে। বস্তুতঃ এটা একটি নির্দেশ আমাদের দ্বীনের বিষয়ে ইলম অর্জন করা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেন, *“আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে অথবা জন সাধারণের সাথে তর্ক করতে অথবা সভায় প্রভাব বিস্তার ও সুষমামন্ডিত করতে ইলম অর্জন কর না, যে এরকম করে, এরপর (তাকে অপেক্ষা করতে বল) আগুন! আগুন!”*

আমার দ্বীনি ভাই ও বোনেরা! এটা আমাদের জন্য সতর্ক সংকেত, আমরা আমাদের দ্বীনের বিষয়ে যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে মানুষের মনকে প্রভাবিত করা উচিৎ নয়; বরং তা আল্লাহর জন্য হওয়া উচিৎ। ইসলামের অধিকাংশ আলেম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি রিয়া সম্পাদন করে, সে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না, যেহেতু রিয়া একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয় না। বরঞ্চ, যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ তাওহীদ বিদ্যমান থাকবে, সেও জাহান্নামের আগুন থেকে একসময় মুক্তি পাবে। এটাও সম্ভব যে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে তার রিয়ার জন্য, কোন শাস্তি ছাড়াই, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

৯। অভিশপ্ত কাজঃ

কাজের দ্বারা কল্যাণ প্রাপ্তির পরিবর্তে, ঐ সকল যশ ও প্রশংসার জন্য কৃত কাজ অবমাননা বয়ে আনে। আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, *“সমগ্র পৃথিবী ও এর অভ্যন্তরে যা আছে অভিশপ্ত কেবল সেগুলো(আমল) কাজ ব্যতীত যা আল্লাহর রাহে করা হয়।”*

১০। উম্মাহর ধ্বংস সাধনঃ

রিয়ার ক্ষতিসমূহ এত অধিক যে, এর সম্পাদনকারীর জন্য এর ক্ষতিসমূহ সীমাহীন এবং এর প্রভাব উম্মাহর উপর পড়ে। যেহেতু নবী ﷺ বলেন-

“এই উম্মাহ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (আল্লাহর দ্বারা), এর দূর্বল ও ক্ষীণচিত্তের সদস্যদের কারণে, তাদের বিনীত প্রার্থনার কারণে তাদের সালাত এবং তাদের একনিষ্ঠতার কারণে।”

এই হাদীসে নবী ﷺ তাঁর উম্মাহকে তথ্য দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কারণে। অতএব, যদি এই উম্মাহ তার একনিষ্ঠ সদস্যদের হারায়, তাহলে তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য বন্ধ করে দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্র ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত।"[৪৭]

আল্লাহ্ কুরআনে আমাদের বদর প্রান্তে কুরাইশ ও মুসলিমদের যুদ্ধ সম্বন্ধে এবং যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বলেছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে।"[৪৮]

---

[৪৭] সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬০
[৪৮] সূরা আল-আনফালঃ ৪৭

অধ্যায় চারঃ রিয়ার কারণ

রিয়ার প্রাথমিক কারণ হলো ঈমানের দূর্বলতা। যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তখন সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রশংসাকে পছন্দ করে। এই ঈমানের দূর্বলতা একজন ব্যক্তিকে পরকালের কল্যাণ ও পুরস্কারের প্রতি অজ্ঞ করে তোলে এবং দুনিয়ার যশ ও সম্মান পাওয়ার ইচ্ছাকে বৃদ্ধি করে। এই ইচ্ছার কারণে একজন ব্যক্তি রিয়াতে লিপ্ত হয়।

তিনটি লক্ষণ দ্বারা রিয়াকে চিহ্নিত করা যায়।এই লক্ষণগুলোকে এড়িয়ে চলা একজন ঈমানদারের জন্য অতীব জরুরী।[৪৯]

১। প্রশংসার প্রতি ভালবাসাঃ

এই কিতাবের প্রথমদিকে উল্লেখিত হাদিসে এই লক্ষণটি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, প্রথম তিন ব্যক্তি যারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে; ঐ আলেম ব্যক্তি, ঐ শহীদ এবং ঐ ব্যক্তি যে সম্পদ দান করেছে। এই তিন ব্যক্তির সকলেই আল-াহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রশংসাকে কামনা করেছিল। যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা কামনা করে সে অবশ্যই মনে মনে নিজেকে নিয়ে গর্বিত হয়। এই জন্য যে, সে মনে করে সে এই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। অতএব, তার উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটা একটা বিপদজনক দিক।

আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত আলাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন-"*আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান এবং মহৎ। তিনি বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং বড়ত্ব আমার পোষাক। সুতরাং এগুলোর যেকোনটির সাথে যে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।*"[৫০]

অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এক ব্যক্তির নিজ উপাসনা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন- "*ধ্বংসাত্মকপূর্ণ তিনটি জিনিস আছেঃ ইচ্ছা- যার অনুসরণ করা হয়, লোভ-লালসা- যার আনুগত্য করা হয় এবং একজন ব্যক্তির নিজস্ব প্রশংসা ও আত্মভিমান: আর এটাই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।*"[৫১]

ঐ সব ইহুদী, খ্রিষ্টানদের পর্যায়ে যারা পড়ে, তাদের সতর্ক করে আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনও মনে করো না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[৫২]

এই কারণে সাহাবাগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজি থাকুন) প্রশংসা পাওয়ার পরিস্থিতিকে মারাত্মকভাবে ভয় পেতেন। আব্দুর রহমান বিন আবু লাইসী[৫৩] বর্ণনা করেন- "*আমি আনসারদের মধ্য হতে ১২০ জন সাহাবার (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজি থাকুন) সাক্ষাৎ পেয়েছি। যখনই দ্বীনের কোন রায়ের ব্যাপারে তাঁরা জিজ্ঞাসিত হতেন তখনই তাঁরা ইচ্ছা করতেন তাঁর জন্য অন্য একজন*

---

[৪৯] সালীল আল হিলালী লিখিত আর-রিয়া হতে গৃহিত।

[৫০] সহীহ মুসলিম। ভলি-৪, পৃঃ ৩৮

[৫১] মিস্‌কাতুল মাসাবিহ্ । হাদীস নং-৫১২২

[৫২] সূরা আলে-ইমরানঃ ১৮৮

[৫৩] আব্দুর রহমান বিন আবু লাইলী (১৫-৮৩ হিজরী) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন খলিফা উমর (রাঃ) এর সময়ে। তিনি আলী (রাঃ) উবাই বিন কা'ব এবং অন্য অনেক সাহাবী (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উত্তর দিন।[৫৪] দ্বীনের ব্যাপারে ভুলক্রমে কিছু বলে ফেলার ব্যাপক ভীতির কারণে দ্বীনের কোন বিষয়ে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অনীহা ছিল।"

২। সমালোচনার ভয়ঃ

কেউই সমালোচিত হতে চায় না। দ্বীনের অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমালোচনা দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রথম ভাগে পড়ে ঐ ব্যক্তি যে তার স্তরের সমালোচনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র আদেশকে অবহেলা করে। সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার চেয়ে এবং লোকদের মাঝে জনপ্রিয় হওয়াকে পছন্দ করে। উদাহরণ সরূপ, কিছু মানুষ দাঁড়ি রাখে না এবং কিছু মানুষ যথাযথভাবে হিজাব করে না কারণ তারা তাদের স্তর অনুযায়ী সমালোচনার ভয় পায়। স্পষ্টতঃ এসব কিছু হারাম কিন্তু রিয়ার মধ্যে পড়ে না। কুর'আনের নিচের আয়াত দ্বারা এই ঈমানদারদের বর্ণনা করা যায়।

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"... (তারা) কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৫৫]

সত্যিকারের ঈমানদাররা উপলব্ধি করে যে, সমালোচকের সমালোচনা, সৃষ্টিকর্তার সমালোচনার তুলনায় কিছুই না।

(খ) দ্বিতীয় ভাগে পড়ে ঐ ব্যক্তি যে সন্দেহাতীত ভাবে ইসলামের আদেশ মান্য করে, কিন্তু আল্লাহর জন্য করে না। সে ভয় পায় লোকজন তাকে লক্ষ্য রাখছে এবং তাকে সমালোচনা করবে, যদি সে না করে। উদাহরণ স্বরূপ, একব্যক্তি মসজিদে সালাত আদায় করে কারণ সে চায় না বাড়িতে সালাত আদায় করার জন্য মানুষ তার সমালোচনা করুক অথবা তারা যেন না ভাবে যে, সে আদতেই সালাত পড়ে না অথবা একজন মহিলা যখন দ্বীনি মাহফিলে যোগদান করে তখন সে ইসলামী পোষাক পরিধান করে, কারণ সে চায় তার দ্বীনি সাথীরা অথবা বক্তা যেন তার সম্পর্কে বাজে ধারণা না করে। এই পর্যায়টা সাধারণভাবে রিয়ার মধ্যে পড়ে।

৩। লোকজনের বিত্ত বৈভবের প্রতি লোভঃ

যদি কোন ব্যক্তি অন্য মানুষের মত পদ, অর্থ অথবা ক্ষমতার মালিক হওয়া প্রবলভাবে কামনা করে, তখন সে তাদের কাছ থেকে অনুরূপ হিংসা কামনা করে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি সে সমাজের কোন ব্যক্তির পদকে হিংসা করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে ঐ পর্যায়ে যেতে সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা করবে। এরকম ইচ্ছা অন্য মানুষের সামনে নিজেদের প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। যাতে তার পদ, অর্থ অথবা ক্ষমতার প্রশংসা করা হয়। এরকম দ্বীনি আমলগুলো প্রদর্শনের দিকে একত্রিত করা হবে, যা অনিবার্যভাবে রিয়ার মত বড় গুনাহ।

এই তিন পর্যায়ের ইঙ্গিত রাসূল ﷺ -এর নিম্নের হাদীসটিতে রয়েছেঃ

আবু মূসা আল আশআরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বর্ণনা করেছেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর কাছে আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, "একব্যক্তি যুদ্ধ করে তার সম্মান রক্ষার জন্য (সমালোচনা এড়াতে), আরেক জন তার সাহসিকতা প্রমাণ করতে (এর জন্য প্রশংসিত হতে) এবং তৃতীয়জনঃ নিজেকে প্রদর্শন করতে (যাতে তার অবস্থান দেখাতে পারে), এই তিনজনের কেউ কি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে?" নবী ﷺ উত্তর দিলেন *"যে যুদ্ধ করে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য (ইসলামকে সম্মাণিত করার জন্য এবং জমিনে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য) সেই একমাত্র ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করল।"*[৫৬]

---

[৫৪] সুনান আদ-দারেমী, ভলি-১, পৃঃ ৫৩ এবং নির্ভরযোগ্য সুত্রে আল হিলালীর 'আর-রিয়া'।

[৫৫] সূরা মায়িদা-৫ঃ ৫৪

[৫৬] সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ।

অধ্যায় পাঁচঃ রিয়ার সতর্ক সংকেত সমুহ

কিছু কাজ সরাসরি রিয়ার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সেগুলো রিয়াতে পৌছানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ। এগুলো রিয়ার আসন্ন আগমনের সংকেত, সতর্কবার্তা। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে এগুলোর কোনটির সাথে সম্পৃক্ত পান, তবে প্রকৃতই রিয়া এড়াতে, তার এই কাজগুলো করার পেছনে নিজের উদ্দেশ্যকে সততার সাথে প্রশ্ন করা উচিত। রিয়ার কিছু সতর্ক সংকেত নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। ফরয ইবাদাতগুলোকে বিলম্ব করাঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ যে কাজগুলোকে ফরয করেছেন তথা আনুষ্ঠানিক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য যেমন সালাত, সিয়াম, হজ্জ এবং যাকাত - এগুলো পালনে যদি কোন ব্যক্তি অমনোযোগী হয় তবে সেটি তার দূর্বল ঈমানের লক্ষণ। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে - শেষ-সম্ভবপর সময় পর্যন্ত সালাহকে বিপর্যস্ত করার অভ্যাস। যেমন-কিছু লোক নিয়মিত সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট আগে আসরের সালাত আদায় করেন, যখন আল্লাহ বলেনঃ

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“মর্মান্তিক দুর্ভোগ রয়েছে সেইসব মুনাফিক নামাযীর জন্য, যারা নিজেদের সালাত থেকে উদাসীন থাকে, তারা কাজকর্মের বেলায় শুধু প্রদর্শনী করে এবং ছোটখাট জিনিস পর্যন্ত যারা অন্যদের দিতে চায় না।”[৫৭]

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ ফরয আমল পালনে যত্নহীনতার সাথে রিয়াকে সম্পৃক্ত করেছেন । যদি একজন ব্যক্তি উপযুক্ত সময় এই কাজসমূহ করতে তার ঈমান দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তবে এটি খুবই সম্ভাব্য যে তার এগুলোর পেছনে প্রণোদনা হচ্ছে রিয়া।

২। ইবাদাতের জন্য উৎসাহের অভাব

একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি তার রবের ইবাদাত করতে আগ্রহী না হয়, তবে অনুমান করা যায় যে সে মানুষের প্রশংসা পেতে আগ্রহী। মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল কারীমে বলেনঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“অব্যশই মুনাফিকরা আল্লাহ তা‘আলাকে ধোঁকা দেয়, মূলতঃ এর মাধ্যমে আল্লাহই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন, এরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্যভাবে দাঁড়ায়, আর তারাও কেবল লোকদের দেখায়, এরা আল্লাহ তা‘আলাকে আসলে কমই স্মরণ করে।”[৫৮]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ইবাদাতে অলসতার সাথে রিয়ার গুনাহকে সম্পৃক্ত করেছেন।

৩। জনসম্মুখে ভালো কাজ করা

যদি একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, সে শুধু জনসম্মুখে ভাল কাজ করছে আর যখন একা থাকছে তখন কাজ করতে মন চাচ্ছে না, তবে এটা একটি সংকেত যে সে রিয়ার মধ্যে পড়ে আছে। অতীতের শাইখদের এই সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত উপদেশ বিবেচনার দাবি রাখেঃ

---

[৫৭] সূরা আল-মাউন ৪-৭
[৫৮] সূরা আন নিসা-১৪২

রিয়া ঃ গোপন শিরক

"তোমাকে নিয়ে লোকদের যে মত তাকে প্রাণী অথবা শিশুর মত ভেবে গুরুত্ব দাও আর নিজ হতে রিয়ার উৎস সমূহ দূর কর। মানুষের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে কিংবা তোমার কর্মের জ্ঞানসম্পন্নতায় অথবা তাদের অজ্ঞতার সাথে তোমার ইবাদাতের কোন পার্থক্য করো না। বরং একমাত্র আল্লাহর অসীম জ্ঞানের বিষয়ে সজ্ঞান থাক।"

অধ্যায় ছয়ঃ রিয়ার বিভাগসমূহ

দুটি মূল বিষয়ের উপর রিয়াকে শ্রেণীভুক্ত করা যায়ঃ সময়ের সাথে রিয়ার বিবেচনা আর পদ্ধতির সাথে রিয়ার বিবেচনা।

১। রিয়ার সময়কাল

রিয়া হতে পারে কোন আমলের সাথে তিনটি অনুক্রমিক সময়েঃ কাজটি সম্পাদনার পূর্বে, সম্পাদনার সময়, সংঘটিত হওয়ার পর।

ক. কাজটি করার পূর্বেঃ

প্রশংসার জন্য কোন ভাল কাজ করার সংকল্প করা নিঃসন্দেহে জঘন্য প্রকারের রিয়া এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে সে মুনাফেকীর সন্নিকটে পৌঁছে যায়, যদি না সে ইতিমধ্যে মুনাফেকীতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন কাজ করার কথা চিন্তাও করে না, সে চায় শুধু পরিচিতি।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"অব্যশই মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেয়, মূলত এর মাধ্যমে আল্লাহই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন, এরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্যভাবে দাঁড়ায়, আর তারাও কেবল লোকদের দেখায়, এরা আল্লাহ তা'আলাকে আসলে কমই স্মরণ করে।"[৫৯]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ এইরূপ রিয়াকে পরিস্কার মুনাফেকীর সাথে সম্পৃক্ত করেন। এই প্রকার রিয়া *শিরক ফীন-নিহাহ ওয়াল-ইরাদা ওয়াল ক্বাস্দ* [উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের শিরকের সবচেয়ে কাছাকাছি]।

খ. যখন কাজটি সংঘটিত হয়ঃ

এখানে একজন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যই কাজটি শুরু করে কিন্তু যখন সে লক্ষ্য করে যে লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে-সে বাস্তবে যে ধার্মিক তার চেয়ে অধিক ধার্মিক হওয়ার ধারণা দিতে তার কাজকে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, সে হয়তো মাসজিদে কোরআন তিলাওয়াত শুরু করল, কিন্তু যখন দেখল লোকেরা তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে, সে তখন তাদের জন্য তার কণ্ঠস্বরকে আরো সুন্দর করবে, আর যখন শাস্তি ও পুরস্কারের আয়াতগুলো পড়বে তখন অত্যন্ত আবেগ দেখানোর চেষ্টা করবে। রাসূল ﷺ এই প্রকার রিয়া সম্পর্কে বলেনঃ *"ওহে উম্মাহ! গোপন শিরক থেকে সাবধান হও।"* লোকেরা জিজ্ঞেস করল, *"হে আল্লাহর রাসূল! গোপন শিরক কি?"* তিনি উত্তর দিলেনঃ *"একজন লোক সালাত আদায় করতে দাঁড়াল। অতঃপর যখন সে লক্ষ্য করল যে লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে তাদের দৃষ্টির কারণে তার সালাত অলঙ্কৃত ও সুন্দর করল। এটাই গোপন শিরক।"*

যে ব্যক্তি এরূপ করে সে পুরস্কৃত হবে কি না? না, এই ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল উস্তাদ বলেন যে এরূপ সকল ধরনের ইবাদাত বাতিল বলে গন্য হবে, কারণ এগুলো শিরক দ্বারা দূষিত। আরেক দল উস্তাদ পার্থক্য করেছেন সেই সকল কাজের মধ্যে যেগুলো অংশে বিভক্ত করা যায় যেমন জ্ঞানের বিস্তার ও কোরআন তিলাওয়াত- ও সেসকল কাজ যেগুলো বিভক্ত করা যায় না, যেমন সালাত ও সিয়াম। সালাতের ব্যাপারে অন্য কথায় বলতে গেলে হয় পুরোটা গৃহীত হবে অথবা সম্পূর্ণটাই বাতিল হবে। কিন্তু কোরআন পড়ার বিষয় হতে পারে একটি অংশ গৃহীত হবে আর বাকীটা বাতিল। যে সকল শাইখ এই পার্থক্য করেন, তারা সে সকল কাজের কথাই বলেছেন যেগুলো আংশিক গৃহীত হতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি উপলব্ধি করতে হবে তা হল, যে পুরুষ বা মহিলা তাদের কাজের উদ্দেশ্য মিলিয়ে ফেলবে সে ঝুঁকিতে থাকবে তার পুরস্কারের অধিকাংশ হারানোর, যদি সে পুরোটাই না হারিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে, এরূপ ব্যক্তির জন্য সেদিন শুধু বেদনাই নিয়ে আসবে।

[৫৯] সূরা আন নিসা-১৪২

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত রাসূল সাঃ বলেনঃ *"মহিমান্বিত, সর্বোৎকৃষ্ট মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি সবচেয়ে আত্ম নির্ভরশীল, কারও সাহায্য নেয়ার উর্ধ্বে। তাই কেউ যদি আমার ও অন্য কারও উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, আমি তাকে ছেড়ে দিব তার প্রতি যার সাথে সে আমাকে সম্পৃক্ত করেছে [অর্থাৎ, সে সেই কাজের জন্য কোন পুরস্কার পাবে না]।"*

গ. কাজ সংঘটিত হবার পরঃ

শেষ ধাপটি হয় যখন এক ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যই কোন ইবাদাত করে এবং তারপর এজন্য তার প্রশংসা করতে শুরু করা হয়। এরপর সে তার কর্মের জন্য গর্ব বোধ করতে শুরু করে এবং লোকদের পাওয়া প্রশংসায় খুশী হয়। প্রকৃতভাবে, সে চায় লোকেরা তার কর্ম নিয়ে আরও কথা বলুক এবং লোকদের প্রশংসা শুনতে সে পছন্দ করে। যদিও এই ব্যক্তি প্রথমে এই কাজটি করেছিল একমাত্র আল্লাহর জন্য, অবশেষে তার মনে অহংকার বোধ জাগ্রত করতে আর তার এই সামান্য কাজের জন্য গর্ব বোধ করতে শয়তান সফল হয় ।

আরেকটি উদাহরণ যা এই প্রক্রিয়ায় এ পড়ে তা হচ্ছেঃ যখন কিছু লোক আল্লাহর রাস্তায় সততার সাথে জিহাদ করে ফিরে আসে, তাদের প্রতি অবিরত প্রশংসার কারণে তারা পরিশেষে জিহাদের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায় আর বর্ষিত প্রশংষা উপভোগ করতে থাকে। তারা সমাবেশে তাদের নাম শুনতে পছন্দ করে এবং চায় তাদের খ্যাতি লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক।

এই ধরনের কাজ রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা এই বিষয় দ্বিমত আছে, কিন্তু উস্তাদ শাইখ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি একটি কাজ সততা ও যথাযথভাবে করে ফেলে, যা আল্লাহর নিকট গৃহীত,অতঃপর যা কিছুই হোক না কেন তার সাথে কাজটির কোন সম্পৃক্ততা নেই। অন্যরা বলেছেন যে উক্ত ব্যক্তি পরবর্তীতে তার অহংকার এবং গর্বের ব্যধির জন্য তার কর্মের পুরো প্রাপ্তি পাবে না।

মনে হয় যে, শক্তিশালী মতটি হচ্ছে এরূপ ব্যক্তি তার সেই কর্মের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত পুরস্কার পাবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে গর্ব বোধ করতে শুরু করে এবং লোকদের প্রশংসা পেতে চায়। তার উদ্দেশ্য পরিবর্তনের পর সে কর্মের দান থেকে বঞ্চিত হয় । সুতরাং, এই ব্যক্তি তার কর্মের পুরো ফল না পাওয়াই সম্ভাব্য, আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

এই প্রকার রিয়া সনাক্ত করা এবং দমন করা সবচেয়ে কঠিন কাজ কারণ ঐ ব্যক্তি মনে করতে থাকে যে সে আল্লাহর জন্যই কাজটি করছেন। ইবনে আল-যাওঝি বলেন, *"মনে রেখ, একজন বিশ্বাসী যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য কোন কাজ করেন, অতঃপর রিয়া তা দূষিত করে আর তার কর্ম ঘোলাটে হয়ে যায়, এই পরিস্থিতি [এই প্রকার রিয়া] থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।"*

তবে এই নিয়মের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম হয় যখন কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে রিয়ার প্রভাব উপলব্ধি করেন এবং সাথে সাথে এই অনুভব সরিয়ে পুনরায় বিশুদ্ধ নিয়্যত করতে সক্ষম হন। এই সাময়িক রিয়ার অনুভব তার কর্মের পুরস্কারকে প্রভাবিত করবে না কারণ সে এর প্রভাবকে দমন করতে পেরেছে আর নিজেকে তার ইচ্ছের বেড়াজালে পড়তে দেয়নি। মহান আল্লাহ সেই সমস্ত ঈমানদারদের প্রশংসা করেছেন যারা শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

"আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের যদি কখনও শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রনা স্পর্শ করে, তবে তারা সাথে সাথে আত্মসচেতন হয়ে পড়ে এবং তৎক্ষনাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।"[৬০]

এটি মনে রাখা উচিত যে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রশংসায় অস্বস্তিবোধ করা কারণ তিনি উপলব্ধি করেন এটি তার অভিপ্রায়ের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক। কিছু শাইখ লিখেছেনঃ

[৬০] সূরা আরাফ-২০১

এটি সম্ভব যে একজন ইবাদাতকারী রিয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন অন্য ব্যক্তিরা তার ইবাদাত সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তার প্রশংসা করে, অতঃপর সে এই প্রশংসায় কোন অপছন্দের অথবা অস্বাচ্ছন্দের প্রতিক্রিয়া দেখায় না। বরং সে খুশি হয় এবং মনে করে যে এরূপ প্রশংসা তার জন্য তার ইবাদাতকে সহজ করে দিবে। এই অনুভূতি গোপন শিরকের খুব সূক্ষ একটি নিদর্শন..... এবং এটিও সম্ভব যে একজন ব্যক্তি তার ইবাদাতকে গোপন করার চেষ্টা করে কিন্তু যখন তার অন্য ব্যক্তিদের সাথে দেখা হয় - সে তখন প্রত্যাশা করে যে তারা আগে তাকে সম্ভাষণ জানাবে এবং তার সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করবে। সে আশা করে যে তারা তার সমস্যা মেটাতে প্রবল উৎসাহ দেখাবে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে তার সাথে খুবই অমায়িক হবে, আর সভায় তার জন্য জায়গা করে দিবে। তারা যদি এরূপ না করে তবে তার নিজেকে প্রতারিত মনে হবে, যেহেতু সে তার কর্মরত ইবাদাতের জন্য ভালো ব্যবহার এবং সম্মান আশা করে.....

২। রিয়ার পদ্ধতিঃ

রিয়া যেভাবে সম্পন্ন হয় তার উপর ভিত্তি করে রিয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যস করা যায়। বহিঃস্থ কোন সাহায্য ছাড়া বা সহ দেহের প্রতিটি অঙ্গের সাহায্যেই রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। বিভিন্ন প্রকার রিয়ার কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক. সামগ্রিকভাবে

উদাহরণস্বরূপ, এরূপ হতে পারে, সালাতের সময় কিংবা দান করার সময়। শরীরের প্রতিটি ক্রিয়া এই ভাগের অন্তর্ভূক্ত। এটি হচ্ছে সেই প্রকার যাকে রিয়া হিসেবে বোঝা হয়।

সবচেয়ে সূক্ষ কাজও হতে পারে একটি রিয়ার কাজ। একদা হাসান আল বসরী একটি আবেগময়ী খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন, তখন একজন শ্রোতা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন যাতে মনে হল যে খুতবাহ্র কারণে তিনি পরকাল নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আল হাসান তাকে বললেন, যদি এই দীর্ঘশ্বাস হয়ে থাকে আল্লাহর জন্য, তবে তুমি নিজেকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছো, আর এই দীর্ঘশ্বাস যদি হয়ে থাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য, তবে তুমি নিজেকে ধ্বংস করেছো। সুতরাং, এই সামান্য প্রকাশ্য ঘটনাকেও এর পেছনে থাকা দুটো সম্ভাব্য নিয়্যতের কারণে নিন্দা করা হলো।

খ. বক্তব্য

যারা খুতবাহ অথবা ইসলামের তারবিয়া নিয়ে থাকেন তাদের মধ্যে রিয়ার এই প্রকারভেদ সবচেয়ে সচরাচর দেখা যায়। শ্রোতাদের জন্য সত্যিকারের উদ্বিগ্ন হওয়া এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর পরিবর্তে, কিছু বক্তা শুধু অন্যদের তার বাকচাতুর্য দিয়ে মুগ্ধ করতে চায় এবং সমাজে তাদের খ্যাতি এবং বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা করে।

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে সবসময় তার বন্ধু এবং তার সাথীদের ভাল কাজ করা এবং মন্দ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করে, কিন্তু সেটি ইসলাম প্রচারের [দাওয়া] জন্য নয়, বরং এই ধারণা দিতে যে সে একজন ধার্মিক ব্যক্তি। এই ব্যক্তি যেখানেই যাবে সবসময় ইসলাম, জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে কথা বলবে কিন্তু যাদেরকে সে উদ্দেশ্য করে বলছে, তাদের জন্য তার অন্তরে সত্যিকারের কোন ভাবনা নেই । সমাজে খ্যাতি ছড়ানোই তার একমাত্র কামনা।

রিয়ার এইভাগ এতই সূক্ষ যে, এমনকি, নিজের সমালোচনা করাও এর মধ্যে পড়ে যেতে পারে! ইবনে রজব বলেন, একটি কূটবেশ আছে যা এখানে উল্লেখযোগ্যঃ সেই ব্যক্তি নিজের প্রকাশ্যে সমালোচনা করে, যাতে মানুষ মনে করে সে বিনয়ী এবং নিরহংকার, অতঃপর তার প্রশংসা করে। এটি হচ্ছে রিয়ার সবচেয়ে সূক্ষ প্রকারের একটি যা হতে সালাফগণ সাবধান করেছেন। মুত্তালিব ইবন আব্দুল্লাহ বলেছেন, "সমালোচনার মাধ্যমে নিজের স্বত্তাকে সম্মান নিবেদনের উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে নিজের সমালোচনা করে একজন প্রশংসা পেতে পারে । বস্তুতঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি একটি স্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা।"

সম্প্রসারিতভাবে, খ্যাতি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ এবং বই লেখা অথবা মানুষকে মুগ্ধ করার জন্য সুকণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করা ও বক্তব্য রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার রিয়া *সুমা* বলে পরিচিত।

ইবন আজ যাওঝি বলেন, *"শয়তান এমন অনেককে ধোঁকা দিয়েছে যারা জ্ঞানে অগ্রগামী, কারণ তারা সারাদিন বই লিখে রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় আর শয়তান তাদের মনে এই বিশ্বাস করায় যে, তারা ইসলাম প্রচারের জন্য এই কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে, তাদের অন্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদের মাঝে তাদের খ্যাতি ছড়ানো এবং সম্মান বাড়ানো.... শয়তানের এই পরিকল্পনাকে অনাবৃত করার উপায় হচ্ছে এটি দেখা যে, সে তার নাম ব্যতীত অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রসারে খুশি কী না। এই তৃপ্ততা একমাত্র সেই ব্যক্তির মাঝে আসবে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তরিকভাবে জ্ঞান সম্প্রসারণ করা। ইমাম আশরাফি বলেন, এই উদ্দেশ্য ছাড়া আমি কখনও কিছু শিখিনি যে আমার প্রতি কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন ছাড়াই মানুষ এই জ্ঞান থেকে কিছু উপকৃত হবে।"*

গ. চেহারা

রিয়া সম্পৃক্ত থাকতে পারে অগোছালো উপস্থাপন এবং হীন পোষাকের সাথে। এটি হচ্ছে সেই অবস্থা যখন কোন ব্যক্তি এই ধারণা দিতে চায় যে, সে তার উপস্থাপনের পরোয়া করেনা এবং শুধু পরকাল নিয়েই চিন্তিত। অথবা এর উল্টো ঘটনাও হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি নিজের দিকে মনোযোগ টানতে খুব আকর্ষণীয় পোশাক পরে অথবা শাইখদের মতো পোষাক পরিধান করে যাতে লোকেরা তাকে শাইখ মনে করে। এই দুটো বৈশিষ্ট্যই একজন ভালো মুসলিমের আচরণের পরিপন্থী। যদি কোন ব্যক্তির ভালো পোষাক কেনার সামর্থ্য থাকে, তবে অপব্যয় না করে তার সুন্দর পোষাক পরিধান করা উচিত এবং তার উপর আল্লাহর দেয়া রহমাত প্রকাশ করা উচিত।

মুনাফিকদের সত্যিকারের রূপের সাথে তাদের বাহ্যিক উপস্থাপনের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

"আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের চেহারা আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?"[৬১]

ইবন আজ জাওযি বলেন, সন্ন্যাসীদের [যারা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে] মধ্যে কিছু আছে যারা ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে এবং ছিদ্র অথবা ছেঁড়া জায়গা সেলাই করে না, তারা পাগড়ি ঠিকমত পরিধান করে না এবং দাঁড়িও আচঁড়ায় না, যাতে লোকেরা মনে করে এই পৃথিবী তাদের কাছে মুল্যহীন! এরূপ কর্ম রিয়ার একটি প্রকাশ..... যেহেতু এটি রাসূল ﷺ কিংবা তার সাহাবাগণের আচরণ ছিল না, কারণ তিনি ﷺ তার চুল আচঁড়াতেন, মাথায় তেল দিতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, যদিও তিনি ছিলেন পরকাল নিয়ে সবচেয়ে বেশী চিন্তিত।

ঘ. সাথী এবং সমকক্ষ

এমন কি সেসকল লোক যাদের সাথে কেউ নিজেকে সংযুক্ত করে, রিয়ার কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে কোন শাইখের সাথে পরিচিত করেন এইজন্য যে, সে শাইখের ছাত্র বলে পরিচিত হবে অথবা একজন ধার্মিক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে যাতে এটি বলা যায় যে, সে সর্বদা ধার্মিক লোকদের সাথে মেশে... এটিও রিয়ার একটি প্রকারের মধ্যে পড়ে। আসলে বন্ধু নির্বাচন করা উচিত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমাদের তাদেরকেই বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত যারা ধার্মিক এবং জ্ঞানসম্পন্ন- তবে লোকদের জন্য নয় শুধু আল্লাহর জন্য।

[৬১] সূরা মুনাফিকুনঃ ০৪

ঙ. পরিবার

অনেক পিতামাতা চান যে তাদের সন্তানেরা নিজ ধর্মের প্রতি জ্ঞান আহরণ করে যথাযথ মুসলিম হিসেবে বড় হোক । এমন অপরিহার্য অভিপ্রায় সকল পিতামাতারই থাকা উচিত। কিন্তু আবার এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, পিতামাতা এবং স্বামী স্ত্রী আল্লাহর জন্য তাদের পছন্দের মানুষের ভালো চান এবং অন্য কোন কারণে নয়।

একটি উদাহরণ এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে তুলবে। বর্তমানে অনেক দেশে একটি সাধারণ ঘটনা হচ্ছে শিশু কিশোরদের জন্য ইসলামিক প্রতিযোগিতা, কিশোরদের ধর্ম শিক্ষার জন্য এরূপ প্রতিযোগিতা খুব সুস্থ একটি মাধ্যম। কিন্তু কিছু পিতা-মাতা খুব হতাশ হন যখন আবিষ্কার করেন যে তাদের সন্তান প্রতিযোতিায় উচ্চস্থান দখল করতে পারেনি এবং তখন ন্যায়বিচারকের অভাব এবং এরূপ খাম-খেয়ালিপূর্ণ অভিযোগ করতে থাকেন। একজনকে এখন চিন্তা করতেই হয় যে আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? তাদের সন্তানদের ইসলাম শিখতে উৎসাহিত করা নাকি প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান দখল করা। অন্য পিতা-মাতারা হয়তো কোন অনুষ্ঠানে তাদের সন্তানদের নিয়ে গর্ব করেন। অন্যদের বলেনঃ আমার মেয়ে কোরআনের এতগুলো সূরা মুখস্ত করেছে অথবা আমার ছেলে এই এই জায়গায় লেকচার দিয়েছে এবং আরো অনেক মন্তব্য। যদি পিতামাতা তার সন্তানদের ভালো কাজ করার উৎসাহ দিয়ে থাকেন এই জন্য যে, তারা এই সকল মন্তব্য করার সময় তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারেন, তখন সেটি রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং, পিতামাতার তাদের সন্তানদের জ্ঞান আহরণ করতে বলা উচিত শুধু আল্লাহর জন্য এবং তাদের সন্তানরা যা অর্জন করেছে তার জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যদি তারা অন্য লোকদের এই কথাই বলে থাকেন তবে তাদের সাবধান থাকা উচিত যে তারা অহংকার এবং গর্ববোধ করতে শুরু না করে। তার বদলে তাদের অন্য পিতা-মাতাকেও ওনাদের সন্তানের জন্য এরূপ করতে উৎসাহিত করা উচিত। স্বামী স্ত্রী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের জন্যও একই বিধান থাকবে।

রিয়ার আরো অনেক উদাহরণ আছে যা পেশ করার অবকাশ নেই। কিন্তু এটি আশা করা যায় যে, এই সেকশান থেকে এটি দেখা গেছে যেরুপ রাসূল ﷺ রিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন, *"একটি পিপড়ার হাটার চেয়েও বেশী গোপন!"* এমনকি সবচেয়ে সহজ এবং নিষ্পাপ কাজও হয়ে যেতে পারে রিয়ার অন্তর্ভুক্ত যদি সেটা সঠিক নিয়্যতে করা না হয় ।

অধ্যায় সাতঃ যে সকল কাজ রিয়া নয়

১। অপ্রত্যাশিত প্রশংসা

এটি একটি সাধারণ বিষয় যে, মানুষ ঐ সকল ব্যক্তির প্রশংসা করে থাকে, যাদেরকে তারা ভাল কাজ করতে দেখে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা দ্বীনি আলোচনায় উপস্থিতির মাধ্যমে উপকৃত হয় তাহলে সে বক্তার কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে থাকে। এ ধরনের প্রশংসার কারণে একজন ব্যক্তির আমল ধ্বংস হয়ে যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার এ কাজ শুধু আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য করা হয়ে থাকে এবং এটি তার নিয়্যতের উপরও কোন প্রভাব ফেলবেনা।

আবু যার আল গিফারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরয করা হল, *"সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি অভিমত, যে নেক আমল করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে?"* তিনি বললেন, *"এতো মু'মিন ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিক সুসংবাদ।"*[৬২]

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই দৃঢ় ও বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। উপরন্তু, একজন সত্যিকার ঈমানদার এ ধরনের প্রশংসাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, কারণ সে জানে এর দ্বারা তার অন্তর বিপথগামী হতে পারে এবং বিশুদ্ধ নিয়্যত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

আনন্দ ও গর্ব অনুভব করার মধ্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে । যখন কাউকে প্রশংসা করা হয়, তখন তার অন্তরে যে আনন্দের অনুভূতি জাগে তা তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে, এরূপ অনুভূতিতে দোষের কিছু নেই। তারপরও এই অনুভূতিকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা উচিত, যা খুব সহজেই একজনকে অহংকারী হওয়ার দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং এভাবেই তা পরবর্তীতে রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, একজন সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে আনান্দদায়ক অনুভূতির কারণ হবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, কেননা এর চেয়েও বড় নিয়ামত তাকে দান করা হয়েছে।

আমরা আমাদের উদাহরণের দিকে ফিরে যাই, ধরে নেই একজন ব্যক্তি কোন দ্বীনি আলোচনায় একটি খুতবাহ দিয়েছেন যা শ্রোতাদের মধ্যে দারুন প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং এর কারণে তারা আল্লাহর দ্বীনের আরও নিকটে আসতে পেরেছে। পরবর্তীতে কিছু শ্রোতা তার খুতবাহর জন্য তাকে অভিনন্দন জানায় ও প্রশংসা করে। একজন সত্যিকার ঈমানদার এ প্রশংসার জন্য আনন্দ অনুভব করবে এবং বুঝতে পারবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিয়ামত দান করেছেন যার মাধ্যমে সে অনেক মানুষকে পথ দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। এটি তাকে আল্লাহর প্রতি আরও কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে একজন দূর্বল ঈমানদার অথবা মুনাফিক ব্যক্তিকে প্রশংসা করলে, সে তা উপভোগ করতে থাকে এবং গর্ব অনুভব করতে শুরু করে এই ভেবে যে, সে এই প্রশংসার দাবীদার এবং আরও মনে করে আল্লাহর কোন সাহায্য ছাড়াই সে এ কাজটি করতে পেরেছে । সে ভুলে যায় যে, এটা ছিলো আল্লাহর অনুমতিতে, যার দ্বারা মানুষেরা প্রভাবিত হয়েছে।

এর অন্তর্ভূক্ত সেই ব্যক্তি যার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তার খ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়েছে। তবে এটা তখনই দূষণীয় হবে যখন সে তা করবে খ্যাতি ও সুনাম ছড়ানোর আশায়।

এটা আরও স্মরণ থাকা উচিত যে, কারও সামনা সামনি তার প্রশংসা করা একটি নিন্দনীয় কাজ। এটি খুব সহজেই তাকে আত্ম-অহমিকার দিকে পরিচালিত করে।

রাসূল ﷺ বলেন, *"যাদের তুমি প্রশংসার ফুলঝুড়ি (অন্যদেও ওপর) বর্ষণ করতে দেখবে, তাদের মুখে ধূলা নিক্ষেপ করবে।"*[৬৩]

---

[৬২] সহীহ মুসলিম, খন্ড-৪, হাদীস নং- ৬৩৮৮

[৬৩] সহীহ বুখারী, খন্ড-৩, নং-৮৩০; সহীহ মুসলিম খন্ড-৪, নং-৭১৪৩

আবু বাকরাহ বলেন যে, রাসূল ﷺ একবার এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে তার বন্ধুর প্রশংসা করছিল,তিনি ﷺ বললেন, *"তোমার ওপর দুঃখ-দুর্দশা পতিত হোক, তুমি তোমার বন্ধুর গলা ভেঙ্গে ফেলেছ, তুমি তোমার বন্ধুর গলা ভেঙ্গে ফেলেছ, যদি কারও প্রশংসা করতেই হয় তবে বল, 'আমি তাকে এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহই তার বিচার করবেন আর আল্লাহর বিরুদ্ধে আমি তার তাক্ওয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি না"*[৬৪]

এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূল ﷺ আমাদেরকে কারো সামনা-সামনি অপর ভাইয়ের প্রশংসা করার অনুমতি দিয়েছেন এই শর্তে যে, তাকে কিছু কথা সংযোজন করে বলতে হবে। সত্যিকার অর্থে, একজন ব্যক্তি সে জানে না আসলেই সে যার প্রশংসা করছে সে তার প্রাপ্য কিনা। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই ঐ ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন।

২। বাহ্যিক সৌন্দর্যঃ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুন্দর পোষাক পরিধান করা কখনও কখনও রিয়ার আওতাভূক্ত হতে পারে, যদি সে তা অন্য কাউকে আকৃষ্ট করার জন্য পরিধান করে। অন্যদিকে, সুন্দর পোষাক পরিধান করা যদি মানুষকে আকৃষ্ট ও প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়ে নিজেকে ভাল ও উত্তম ভাবে পরিবেশনের জন্য হয়, তাহলে এটি রিয়ার দিকে নিয়ে যাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, *"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"* জনৈক ব্যক্তি জানতে চাইল, *"কিন্তু যে সুন্দর কাপড় পরিধান করতে চায়?"* রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, *"মূলত, আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা আর অন্যকে খাটো করে দেখা"*[৬৫]

সুতরাং এটা হচ্ছে সুন্নাহর একটি অংশ যে, কেউ নিজেকে সুন্দর ও উত্তম ভাবে প্রকাশ করা জন্য চেষ্টা করে থাকে।

৩। অন্যকে উপদেশ দেয়াঃ

কিছু সংখ্যক মুসলিম ভাইয়েরা আছেন যারা অন্যকে ভাল কাজের উপদেশ দেয়ার সময় নিজেদের গুনাহগুলোর জন্য বিব্রত বোধ করে থাকেন এবং এটি কে রিয়ার মধ্যে গণ্য করেন। তারা বলেন আমি কে যে অন্য কাউকে উপদেশ দেব... আমি নিজেই এই গুনাহ করছি? বিশেষকরে তারা আল্লাহ তা'য়ালার এই আয়াতটি উল্লেখ করে থাকেনঃ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?"[৬৬]

এই আয়াত দ্বারা ঈমানদারদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাদের নিজেদের ভাল কাজ করার জন্য যখন তারা অন্য কাউকে ভাল কাজ করতে আদেশ করে। তবে এই ধরনের চিন্তা করা শয়তানের থেকে একটি প্রতারণা যে, একমাত্র ঐ ব্যক্তিই ভাল কাজের আদেশ করতে পারবে যে নিজে ভাল কাজ করে থাকে। এমনকি যদি একজন ব্যক্তি কিছু গুনাহ করতে থাকে, তারপরও তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে অন্যকে বলা কোন্টি সঠিক ও কোন্টি ভুল এবং যদি তা না করা হয় তবে সে অন্যের গুনাহের সাথে জড়িয়ে পরবে।

ইবন আল-জাওজিয়া (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন, "শয়তান এমন অনেক ধার্মিক ইবাদতকারীর উপর বিজয় লাভ করে এই প্রতারণার মাধ্যমে যে, যখন সে কোন খারাপ কিছু দেখে তখন সে তার বিরুদ্ধে কিছু বলে না। এর কারণ হিসাবে সে বলে, একমাত্র পরহেজগার ব্যক্তিই ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে পারে এবং আমি নিজেকে পরহেজগার মনে করি না,

[৬৪] সহীহ মুসলিম-খন্ড-৪,নং-৭১৪০
[৬৫] সহীহ মুসলিম-খন্ড-১,নং-১৬৪
[৬৬] সূরা বাকারাঃ ৪৪

তাহলে কিভাবে আমি এ কাজ করতে পারি। এটি মারাত্মক ভুল ধারণা, প্রত্যেকেরই দায়িত্ব সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা যদিও তার নিজের মধ্যে বড় গুনাহ থেকে থাকে তবুও।

৪। নিজের গুনাহ গোপন করাঃ

উপরোক্ত বিষয়ের মতই অনুরূপ, কিছু লোক মনে করে নিজের গুনাহ গোপন করা হচ্ছে মুনাফিকী কাজ এবং যে ব্যক্তি গুনাহ করে তার উচিত নিজেকে ও তার গুনাহকে প্রকাশ করে দেয়া, যাতে মানুষ তার আসল চরিত্র জানতে পারে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাও এসেছে শয়তান থেকে। একজন ব্যক্তির উচিত তার গুনাহকে আল্লাহ এবং তার নিজের মধ্যে গোপন রাখা এবং জনসমক্ষে প্রকাশ হওয়া ছাড়াই তার আমলকে সংশোধন করা।

আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) হতে বর্নিত রাসূল ﷺ বলেন, *"আমার সকল উম্মতের গুনাহ মাপ করা হবে কেবল যারা তা প্রচার করে তাদের ব্যতীত। যখন কেউ রাতের আঁধারে কোন পাপ কাজ করে আর আল্লাহ তা লোকদের থেকে ঢেকে রাখেন, তখন সকাল হলে সে লোকদের ডেকে বলে,'হে অমুক, রাতে আমি এটা সেটা করেছি' -যদিও আল্লাহ তার গুনাহ ঢেকে রাখেন, সে তার ওপর হতে আল্লাহর আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলে।"*[৬৭]

জনসম্মুখে গুনাহ প্রকাশ করার দ্বারা সম্ভাবনা আছে যে, অন্যেরা এর মধ্যে প্রবেশ করা শুরু করবে এবং অবশেষে সে নিজেই হয়ে যাবে সমাজের মধ্যে খারাপ কাজের প্রচারকারী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।"[৬৮]

এর অর্থ এই নয় যে, সে যত খুশি তত গুনাহ গোপনে করতে থাকবে। এর অর্থ হল জনসম্মুখে গুনাহ করা গোপনে গুনাহ করার চেয়ে বেশী খারাপ কাজ, সত্যিকার অর্থে আমাদের গুনাহ গোপন করা কোন খারাপ কাজ নয়, বরং তা করতে বলা হয়েছে। উসামা ইবন শারিক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

"এমন কাজ করো না যা অন্য কেউ দেখুক তুমি তা অপছন্দ কর, এমনকি যদি তুমি একাও থাক।"[৬৯]

আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সামনে ভাল আমল বৃদ্ধি পাওয়াঃ

এটা খুবই সাধারণ বিষয় যখন কোন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহভীরু অথবা আলেম ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যায় তখন তাঁর উপস্থিতি তাকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমনঃ তাঁরা তাকে তাহাজ্জুত সালাতের আহ্বান জানাতে পারে, যদিও এটি তার পূর্বে অভ্যাস নাও থাকতে পারে কিন্তু তবুও সে তাদের সাথে তা আদায় করবে।

এ ধরনের আমল যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং তাদের সামনে নিজেকে তাদের মত আল্লাহভীরু প্রকাশ করার ইচ্ছা ছাড়া করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে না।

এ কারণেই রাসূল ﷺ আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ﷺ আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের তুলনা দিয়েছেন সুগন্ধী বিক্রেতার সাথে।

[৬৭] সহীহ বুখারী, খন্ড-৮, হাদীস নং-৯৫
[৬৮] সূরা নূরঃ ১৯
[৬৯] ইবনে হিব্বান, সহীহ আল-জামী

"একজন ভাল বন্ধু ও একজন খারাপ বন্ধুর উদাহরণ হল- একজন আতর বিক্রেতা ও একজন কামারের মত। তুমি কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না একজন আতর বিক্রেতার কাছ থেকে। হয় তুমি তার কাছ থেকে কিছু আতর ক্রয় করবে নতুবা অন্ততপক্ষে তুমি তার কাছ থেকে সুগন্ধ পাবে। আর একজন কামারের কাছে যদি তুমি যাও তাহলে তোমার শরীর অথবা কাপড় পুড়ে যেতে পারে নতুবা অন্ততপক্ষে তার কাছ থেকে আগুনের ধোঁয়া তোমাকে স্পর্শ করতে পারে।"

এ থেকে একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় যে, যদি কোন ভাল কাজ আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিদের সাথে বিশুদ্ধ নিয়্যতে ও রিয়া মুক্তভাবে করা হয়, তাহলে তা নিয়মিত করাতে কোন দোষের কিছু নেই যদি তা ব্যক্তিগত আমলও হয়।

৫। ধর্মীয় ইবাদত এবং দুনিয়াবী উপকারঃ

কিছু মানুষ আছে তারা রিয়ার বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না এবং কোন কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি দুনিয়াবী উপকার হলে তা রিয়া বলে মনে করতে থাকে, এটি সঠিক নয়। দ্বীনের কোন কাজ হতে দুনিয়ার উপকার পাওয়া এবং কোন কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একদিকে, একজন ব্যক্তি চেষ্টা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য এবং একই সাথে আশা রাখে আল্লাহর অনুগ্রহ ও জীবিকা। অন্যদিকে, একজন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন পরোয়া করে না অথচ দ্বীনের কোন আমল দ্বারা দুনিয়ার বৈষয়িক সুবিধা কামনা করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয় এবং গনীমতের মালেরও আশা রাখে, তাহলে এই নিয়্যত তার জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিকর হবে না। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য জিহাদের মধ্যে গনীমতের মাল নেয়াকে বৈধ করেছেন। এভাবে দ্বীনের কাজ করার মাধ্যমে দুনিয়াবী কোন সুবিধা নেয়া ক্ষতিকর নয়। অন্যদিকে যে মুজাহিদ শুধু বের হয়েছে গনীমতের মালের জন্য সে প্রকৃত পক্ষে মুজাহিদ নয়।

অন্য একটি উদাহরণে, আল্লাহ তা'য়ালা হাজীদেরকে ব্যবসা ও দুনিয়াবী লেনদের করার অনুমতি দিয়েছেন । এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই।"[৭০]

যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা অনুমতি দিয়েছেন হাজীদেরকে ব্যবসা করার জন্য এবং হজ্জ করা হচ্ছে একটি ফরয দ্বীনি আমল তাহলে কিভাবে নফল কাজের মধ্যে তাঁর নিয়ামত কামনা করা নিষিদ্ধ হয়? একজন ব্যবসায়ী যিনি হজ্জ করতে চান তাকে অবশ্যই উভয়ের নিয়্যত রাখতে হবে। অর্থাৎ হজ্জ করা এবং ব্যবসা করা। এর দ্বারা তার হজ্জ করা ব্যাহত হবে না।

যারা ইসলামের বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন ও তা থেকে বেতন অর্থাৎ নির্ধারিত কিছু গ্রহণ করেন তাদের শ্রমের বিনিময়ে, তারাও এর আওতাভূক্ত হবেন। এটি মুসলিমদের জন্য উপকারী যে, আলেমগণ তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেন এবং এর থেকে কিছু দুনিয়াবী বিষয় গ্রহণ করেন, কিন্তু যদি তারা তা গ্রহণ না করতেন তা হলে তারা বাধ্য হতেন এই শিক্ষা দেয়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে, যাতে করে তাদের পরিবারের খরচ চালাতে পারেন।

এ জন্যই এ ধরনের ব্যক্তিদের কাজের বিনিময় প্রদান করা বৈধ। দ্বীনের কোন কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত দুনিয়াবী কোন সুবিধার জন্য করা হলে পুরষ্কারের দিক থেকে একজন ব্যক্তি কম পাবে।

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) হতে বর্নিত, রাসূল ﷺ বলেন, *"এমন কোন বাহিনী নেই যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে গণীমাহ লাভ করে এটা ব্যতীত যে, পরকালের আজরের দুই তৃতীয়াংশ তারা লাভ করে ,তারপরও তারা এক তৃতীয়াংশ পাবে (পরকালে)। আর যদি কোন গণীমাহ না পায় তবে তারা পুরো আজর পাবে(পরকালে)"*[৭১]

[৭০] সূরা-বাকারাঃ ১৯৮

তবে যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনের কোন কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া শুধু দুনিয়াবী সুবিধা হাসিলের জন্য করে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর নিকট থেকে কোন পুরস্কার লাভ করতে পারবে না।

অধ্যায় আটঃ রিয়া থেকে বাঁচার উপায়

এখন রিয়ার ভয়াবহতার বিষয়গুলো পরিষ্কার এবং কিছু উদাহরণ দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি কিভাবে রিয়া হয়। তাই এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানা প্রয়োজন আর তা হল কিভাবে রিয়া থেকে বাঁচা যায়।

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, রিয়া করার মূল কারণ হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতা। তাই যে সকল আমলের দ্বারা একজন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঐ সকল আমলের দ্বারাই রিয়ার প্রভাব কমানো সম্ভব। এর মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলঃ-

১। ইলম বৃদ্ধি করাঃ

মুসলিমদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমস্যার একটি বড় সমাধান হল- দ্বীন সম্বন্ধে তাদের ইলম বৃদ্ধি করা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু ও চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।"[৭২]

তাওহীদ ও এর শাখা প্রশাখার ইলম অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারবে শির্ক এবং রিয়ার ভয়াবহতার কথা, সে বুঝতে পারবে আল্লাহ্ তা'য়ালাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার একমাত্র যোগ্য এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টিই তার কামনা করা উচিত।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

"আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।"[৭৩]

উপরন্তু, সে অন্য কারো তিরস্কারে ভীত হবে না। বরং বুঝতে পারবে যে তার একটি বিষয়ই আকাঙ্খা করা উচিত যা তাকে আনন্দিত করবে আর তা হল- আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত লাভ করা এবং এছাড়া অন্য কারো প্রশংসা কামনা না করা।

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"বল, আল্লাহ্র দয়া ও মেহেরবানীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা তারা সঞ্চয় করছে।"[৭৪]

---

[৭১] সহীহ মুসলিম খন্ড-৩,নং-৪৬৯০
[৭২] সূরা ফাতিরঃ ২৮
[৭৩] সূরা আন-আমঃ ৫২
[৭৪] সূরা ইউনুসঃ ৫৮

২। দু'আঃ

রিয়াকে উৎখাত করার অন্যতম মজবুদ ও সহজ হাতিয়ার হল দু'আ করা।

আবু মূসা আল-আশআরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত, একদিন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ একটি খুতবাহ দিয়েছিলেন এবং তখন তিনি বলেছেন, *"তোমরা গোপন শির্‌কের ব্যাপার ভয় কর! কেননা এটি পিপীলিকার হাঁটার চেয়েও বেশী অস্পষ্ট।"* এক ব্যক্তি বলল, *"হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিভাবে আমরা এ থেকে বাঁচতে পারি যা পিপিলিকার হাটার চেয়েও অধিক অস্পষ্ট?"* তখন তিনি উত্তরে বললেন, *"বলঃ 'হে আল্লাহ্! আমাদের জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্‌ক থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শির্‌ক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'"*[৭৫]

আরেকটি বর্ণনায় আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, *"তোমাদের মধ্যে শির্‌ক হচ্ছে এমন গোপন, যেমন অন্ধকারে পিপীলিকার বিচরণ এবং আমি এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব যদি তোমরা তা পাঠ কর,তাহলে তোমরা তোমাদের ছোট ও বড় সকল শির্‌ক থেকে বাঁচতে পারবে। আর তা হল, 'বলঃ 'হে আল্লাহ্! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্‌ক থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শির্‌ক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'"*

৩। জান্নাত ও জাহান্নামের কথা চিন্তা করাঃ

একজনের অন্তরে আখেরাতের ব্যাপারে উপলব্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় এবং গুনাহ কে ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। যদি কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, তার জীবনের লক্ষ্য খ্যাতি অর্জন বা সম্মান বাড়ানো নয় অথবা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বা সন্তুষ্টি অর্জন করাও নয়; বরং তার জীবনের লক্ষ্য হল নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে প্রবেশ করানো। তাহলে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য। এই প্রসঙ্গে মহিমান্বিতআল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"বলুনঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ'ই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"[৭৬]

৪। ভাল আমল গোপন রাখাঃ

রিয়া থেকে বেঁচে থাকার আরেকটি উপায় হল গোপনে আল্লাহর ইবাদত করা। গোপনে ইবাদতের মাধ্যমে দুটি বিষয় সম্পাদিত হয়। প্রথমতঃ এর দ্বারা অন্যকে আকৃষ্ট করার অথবা অন্যের প্রশংসার দ্বারা ভাল আমল ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের আমল ব্যক্তির ঈমানকে বৃদ্ধি করে এবং এভাবেই রিয়াকে প্রতিহত করার সহযোগিতা পায়।

আহলে সুন্নাহর কিছু আলেম বলেছেন, *"আমাদের পূর্বের লোকেরা এমনভাবে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন যে, তাদের স্ত্রী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এ বিষয় জানতে পারত না।"*

যখন কোন ব্যক্তি গোপনে ভাল কাজ করে, তখন তার উচিত এই কাজকে সাধ্যমত অন্য কাউকে জানতে না দেয়ার চেষ্টা করা। কারো ভাল আমল অন্য কাউকে জানানো হল শয়তানের একটি প্রতারণা যার মাধ্যমে একজন ঈমানদার রিয়ার মধ্যে নিপতিত হয়। সুফিয়ান আস-সাওরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন, *"যখন কোন ইবাদতকারী গোপনে কোন ইবাদত করে, শয়তান*

---

[৭৫] আহমেদ, সহীহ আল-জামে
[৭৬] সূরা আল-কাহাফঃ ১১০

তাকে ততক্ষণ পযন্ত ওয়াস-ওয়াসা দিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে বলে দেয়। এভাবেই শয়তান গোপন ইবাদতকে জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেয়।"

"যখন কোন আলেম দ্বীনি আলোচনায় খুতবাহ দেয়ার সময় আল্লাহর ভয়ে চোখে পানি আসে তখন তিনি তাঁর মুখ মন্ডল মুছতে থাকেন এবং শ্রোতাদের বলেন, তিনি প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে।"[৭৭]

আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদারদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা-প্রার্থনা করত।"[৭৮]

অন্য কথায়, গোপন ইবাদত হচ্ছে একজন প্রকৃত ঈমানদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

৫। নিজের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়াঃ

যখন কোন ব্যক্তি অনুভব করবে যে, সে রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন খুব দ্রুত তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করা উচিত। তার নিজের দূর্বলতার ব্যাপারে অনুশোচনাই তাকে তার অন্তর থেকে অহংকার মুক্ত, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং খারাপ কাজের ব্যাপারে তীব্র অনুতাপের অনুভূতি সৃষ্টি করবে ইনশাআল্লাহ।

৬। আলেম বা আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকাঃ

জ্ঞানী বা আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা এবং তাদের সংস্পর্শে থাকার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি রিয়ার ভয়াবহতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হতে পারে। এ ধরনের লোক তার থেকে অনেক উত্তম হওয়ার কারণে জ্ঞান ও পরহেজগারী উভয় দিক থেকেই সে উপকৃত হয় । তাদের উপস্থিতিতে সে নিজেকে একমাত্র ধার্মিক মনে করে না; অপরদিকে রিয়ার দিকে ঝুঁকে পরার প্রবণতা থেকেও সে নিজেকে সংশোধন করতে পারে। অন্যদিকে, তারা তার ভাল কাজের অতিরিক্ত প্রশংসাও করে না,কারণ তা রাসূল ﷺ এর সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায়। যা পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এভাবেই রিয়ার ভয়াবহতার প্রভাব কমানো সম্ভব।

৭। রিয়ার বিষয়ে ইলম অর্জন করাঃ

রিয়ার ভয়ংকর পরিণতির ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং এটি যে একটি বড় গুনাহ্ তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা এবং মানুষকে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানানোর মাধ্যমে একজনের মনে এ ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং এর নানান দিক জানানোর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী রিয়া থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

---

[৭৭] তালবিসুল ইবলীস, পৃঃ ১৫০, ১৯৬
[৭৮] সূরা যারিয়াতঃ ১৮

অধ্যায় নয়ঃ রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়

রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা শেষে আমরা এ বিষয়ের কিছু প্রয়োজনীয় দিক নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হল ঃ

১। রিয়ার ভয়ে ভাল আমল পরিত্যাগ করাঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রিয়ার মাধ্যমে শয়তান আমাদের ভাল আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিতে চেষ্টা করে। তবে শয়তানের অন্য আরেকটি প্রতারণা থেকেও আমাদেরকে সতর্ক থাকা উচিত, আর তা হল রিয়ার ভয়ে ভাল আমলগুলোকে পরিত্যাগ করা। এটি শয়তানের আরেকটি কৌশল যা মানুষকে ভাল আমল করার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে। যদি সে রিয়ার মাধ্যমে আমাদের ভাল আমলগুলোকে ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে সে অন্তরে মাত্রাতিরিক্ত রিয়ার ভয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে ভাল আমল পরিত্যাগ করানোর চেষ্টা করে। একজন সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে রিয়ার ভয় থাকা উচিত, কিন্তু একই সাথে তার এই ভয় আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের ব্যাপারে বাধা হওয়া উচিত নয়।

ফুদাঈল বিন আইয়াদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) বলেছেন, *"মানুষের সন্তুষ্টির জন্য ভাল আমল বন্ধ করা হচ্ছে রিয়া। এবং মানুষের সন্তুষ্টির জন্য ভাল আমল করা হচ্ছে শিরক (ছোট)। ভাল আমলের সঠিক নিয়্যত হল যখন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে এই উভয় প্রকারের সমস্যা থেকে উদ্ধার করবেন।"* যাই হোক, যে সমস্ত আমল জনসম্মুখে করা বাধ্যতামূলক, যেমনঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া, হজ্জ করা, এ ধরনের অন্যান্য আমল এগুলো অবশ্যই জনসম্মুখেই পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ উপদেশ দিয়েছেন কোন ব্যক্তির সুযোগ হলে জনসম্মুখে ভাল কাজ করা উচিত, যাতে অন্যেরা এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যেমনঃ জনসম্মুখে ঐ ধরনের সদ্কা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যার মাধ্যমে অন্যেরা সদ্কা করার প্রতি উৎসাহিত হবে। তবে জনসম্মুখে সদকা করার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে, তা যেন অবশ্যই রিয়ামুক্ত হয়।

যদি কেউ ইচ্ছা করে নফল ইবাদত যেমনঃ কোরআন তেলওয়াত করা, সদকা করা প্রভৃতি গোপনে করে, তাহলে এতে কোন ক্ষতিকর দিক তো নেই-ই, বরং এ ধরনের আমল করা আরও উত্তম।

শয়তানের একটি ফাঁদ হল, সে আল্লাহ ভীরু কিছু লোকদেরকে ওয়াস-ওয়াসা দেয়, তারা যেন মানুষকে (আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত অর্থাৎ) দ্বীনের ইলম শিক্ষা না দেয়। এই আশংকায় যে, তারা রিয়ায় পতিত হয়ে যেতে পারে। তাদের এই কাজের মাধ্যমে যে তারা গুণাহতে লিপ্ত হচ্ছে তারা তা উপলব্ধিও করতে পারে না। কারণ এটি হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে একটি আবশ্যক দায়িত্ব যা তাদেরকে নিয়ামত হিসাবে দেয়া হয়েছে।

ইবন আল-জাওযী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন, *"...... এটি হতে পারে যে, শয়তান একজন প্রভাবশালী বক্তাকে এই বলে দ্বিধাগ্রস্থ করে- 'তোমার ভাল আলোচনা করার যোগ্যতা নেই' (যাতে করে সে তার খুতবাহ দেয়া ছেড়ে দেয় এই ভেবে যে, তার যোগ্যতায় ঘাটতি রয়েছে)।"* শয়তান তার উপর সফলতা পায় তার মুখ বন্ধ করার মাধ্যমে। একইভাবে, শয়তানের প্রবঞ্চনার অন্য আরেকটি কৌশল হল, যার মাধ্যমে সে ভাল আমলকে বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে এই ওয়াস-ওয়াসা দিয়ে যে, *"তুমি ঐ বিষয়েরই আদেশ করবে যা তুমি নিজে কর এবং এর মধ্যে প্রশান্তি খোঁজ। সম্ভবত তোমার আমলে রিয়া ঢুকে গেছে, এজন্য তোমার জন্য এটি নিরাপদ যে, তুমি এ (খুতবাহ) থেকে দূরে থাক এবং একা অবস্থান কর।"* এভাবেই শয়তান একজন ব্যক্তির মাধ্যমে ভাল কাজ করার এবং মানুষকে এর থেকে উপকার দেয়ার দরজা বন্ধ করে দেয়।

একজন সত্যিকার ঈমানদারের পক্ষে যত ভাল আমল করা সম্ভব হয়, ততটুকু করে যাওয়া উচিত এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই এই আমলগুলো করতে হবে। তাকে প্রার্থনা করা উচিত আল্লাহ তা'য়ালার নিকট, যাতে রিয়া থেকে সে বাঁচতে পারে এবং নির্ভর করা উচিত শুধু তাঁরই উপর। ভাল আমল করা এবং রিয়ার ভয়াবহতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি শিখতে পারবে কিভাবে রিয়াকে প্রতিহত করা যায়। ভাল কাজ পরিহারের মাধ্যমে সে শুধু নিজেকে

রহমত থেকেই বঞ্চিত করবে না, বরং সে তার ভাল আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। পরিশেষে, ইবনে উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, *"যে ঈমানদার অন্যদের সাথে মিশে এবং তারা যে কষ্ট দেয় তা সহ্য করে, সে সেই ঈমানদারের চেয়ে উত্তম যে অন্যদের সাথে মিশে না এবং তারা যে কষ্ট দেয় তা সহ্যও করে না"* [৭৯]

বৈরাগ্যবাদ ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এটি ভাল আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে এবং মনে করা হয়- মানুষের কোলাহল থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে রিয়া থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। (ইসলামে সমাজ বর্জন করে একাকী জীবন যাপন করা বৈধ নয়)। কিন্তু রিয়াকে বর্জন করতে হলে মানুষের সাথে মেলা-মেশার মাধ্যমে রিয়ার কোন পরিবেশ তৈরী হলে (অর্থাৎ রিয়া হওয়ার আশংকা হলে) রিয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। এটা ঠিক নয় যে, কোন ব্যক্তি একাকী জীবন যাপন করতে থাকবে, বরং তার অবশ্যই উচিত সমাজের সবার সাথে সম্পর্ক রাখা। যখন সে তা করবে তখন তার অন্তরের দূর্বলতাগুলো প্রকাশিত হবে। অধিকন্তু ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য কেউ নিজেকে সমাজ থেকে পৃথক করতে পারে না। যেমনভাবে একটি খাঁটি ধাতুকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গে পোড়ানো মাধ্যমে এর খাদ থেকে পৃথক করা হয়, তেমনিভাবে সত্যিকার ঈমানদার সমাজে মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার পরও নিজেকে রিয়া থেকে মুক্ত রাখে।

২। দুনিয়াবী কোন বিষয়ে লোক দেখানোঃ

আরেকটি বিষয় হল, 'রিয়া' শব্দটি মূলত দ্বীনের কোন কাজের, অর্থাৎ ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু দুনিয়াবী কোন বিষয়ে (মু'য়ামালাত) লোক দেখানো হলে তা রিয়ার অর্ন্তভূক্ত হবে না। যেমন- কেউ যদি নিজের সম্পদ অথবা দুনিয়াবী কোন কৃতিত্ব দেখানোর চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি কাউকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানায়, এ কারণে যে সে যেন তাকে তার সম্পদ দেখাতে পারে অথবা সে দম্ভ দেখাতে পারে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এরকম আরো কৃতিত্ব যা সে অর্জন করেছে। এ ধরনের লোক দেখানো কাজ, তবে তা রিয়ার অর্ন্তভূক্ত হবে না। একজন ঈমানদারের দ্বারা এ ধরনের কাজ মোটেই মানান সই নয়। এর পরিবর্তে ইসলাম মানুষকে মানবতা ও সরলতার দিকে আহ্বান করে।

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।" [৮০]

লোক দেখানোর ব্যাপারে ইবনে উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, *"যে কেউ পোষাক পরিধান করে (দুনিয়াবী) খ্যাতি অর্জনের জন্য, আল্লাহ তা'য়ালা বিচার দিবসের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোষাক পরিধান করাবেন।"* [৮১]

এই হাদীস থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, এমনকি, দুনিয়াবী বিষয়ে লোক দেখানো হল গুণাহ্ এবং অবশ্যই তা পরিহার করা উচিত। এ ধরনের লোক দেখানো কাজ যদিও ছোট শিরকের অর্ন্তভূক্ত নয়। তবুও তা অহংকার ও দম্ভের একটি প্রতীক। এ ধরনের লক্ষণ ঈমানদারদের মধ্যে দেখা যায় না। এছাড়া এ ধরনের লোক দেখানো কাজ তাকে সত্যিকারের রিয়ার দিকে পরিচালিত করে। যদি কোন ব্যক্তি অভ্যাসগত ভাবে তাকে প্রশংসা ও মুগ্ধ করা পছন্দ করে দুনিয়াবী কোন কাজে, তাহলে একইভাবে এ অভ্যাস দ্বীনের ব্যাপারেও তার অন্তরে উদয় হতে পারে।

---

[৭৯] তিরমিযী, ইবন মাযাহ, সহীহ আল জামি, খন্ড-২, হাদীস নং ৬৬৫১

[৮০] সূরা ফুরকানঃ ৬৩

[৮১] আবু দাউদ

৩। ছোট শিরকের আরও কিছু ধরনঃ

রিয়ার পাশাপাশি আরও কিছু ছোট শিরক আছে যা রাসূল ﷺ তাঁর হাদীসে বহুবার উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু কাজের কথা উল্লেখ করা হল যা রিয়ার মত ছোট শিরকের পর্যায়ে পড়ে। এর অনুশীলনকারী ইসলামের গন্ডীসীমা থেকে বের হয়ে যায় না এবং আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করতে পারেন।

ক. কোন কিছুকে শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে মনে করাঃ

সৃষ্টির কোন কিছুর কাছ থেকে ভাল বা মন্দ জানার ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবরা পাখি অথবা প্রাণীর বিচরণকে ভবিষ্যতের ভাগ্যের ভাল বা মন্দ লক্ষণ হিসেবে মনে করত এবং এ থেকে তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করত। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি ভ্রমনের জন্য বের হল এবং এ সময় কোন পাখি তার উপর দিয়ে বাম দিকে উড়ে চলে গেলে সে এটাকে খারাপ ইঙ্গিত মনে করত এবং ভ্রমন ত্যাগ করে বাড়ি চলে যেত। পাখি থেকে ভাল বা মন্দকে বলা হয় "ত্বাইয়ারা" যার মূল ভার্ব হল "ত্বারা" যার অর্থ- উড়ে যাওয়া। রাসূল ﷺ বলেছেন, *"ত্বাইয়ারা (পাখির কাছ থেকে ভাল-মন্দ মনে করা) হল শিরক।"*

এ ধরনের সকল প্রকারের ভাল-মন্দ নির্ণয়ক-ই ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

খ. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে কসম করাঃ

ইবনে উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, *"যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে সে শিরক করল।"*[৮২]

পাশ্চাত্যের মায়ের কবরের নামে কসম করা অথবা অন্য যে কোন সৃষ্টির নামে কসম করা হল এক ধরনের ছোট শিরক। যদি কারো নামে কসম করতেই হয়, তাহলে সৃষ্টি কর্তার নামে কসম করা উচিত, কোন সৃষ্টির নামে নয়। কুতাইলা বিনত সাফী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, *"কারো কসম করতে হলে কা'বার রবের নামে কসম করা উচিত।"*[৮৩]

গ. সৃষ্টির কোন দূর্যোগ এবং রহমতের ব্যাপারে প্রকৃতিকে সম্পৃক্ত করাঃ

একজন মুসলিমের অবশ্যই এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত যে, আল্লাহ তা'য়ালাই আমাদের বিশ্বমণ্ডল এবং এর চারপাশের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রন করছেন। যায়িদ বিন খালিদ আল-জুহাইনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন–

"তোমরা জান কি তোমাদের রব গত রাতে কি বলেছেন?" তারা বলল, *"আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন।"* তিনি ﷺ বলেন, *"আল্লাহ বলেছেন, আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর কতিপয় আমাকে অস্বীকার করেছে। যে বলেছেঃ আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। আর যে বলেছেঃ অমুক নক্ষত্র উদয়ের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।*[৮৪]

অন্য আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি বলে, যদি আল্লাহ এবং আপনার সাহায্য না হত, তাহলে আমি বাঁচতে পারতাম না। অথবা এ রকম আরো কিছু কথা বলা যা দ্বারা কোন ব্যক্তি সাহায্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ করে আরেক জনের কথা বলে থাকে। এ ধরনের কথাগুলো সঠিকভাবে বলার নিয়ম হল- *"যদি আল্লাহ , অতঃপর আপনার সাহায্য না হত"* তবে এক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যের সমতুল্য অন্য কোন ব্যক্তিকে করা হয়নি।

---

[৮২] সহীহ আল জামি,খন্ড-২,নং-৬২০৪
[৮৩] সহীহ আল জামি,খন্ড-২,নং-৬২১৪
[৮৪] বুখারী,খন্ড-১, হাদীস নং-৮০৭

উপসংহার

রিয়া ব্যাধির একটি সমস্যা হল কোন ব্যক্তি নিজেই তার এ ব্যধিকে অতি সহজে নির্ণয় করতে পারে না। কারণ রিয়াকে খুব সহজে চেনা যায় না, একজন ঈমানদারদের জন্য এটি অধিক বিপদজনক। এর প্রভাব আলেম থেকে শুরু করে আবেদ পর্যন্ত সকল মুসলিমের উপর বিস্তৃত এবং খুব অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ তা'য়ালার দয়া এবং রহমতের মাধ্যমে এ থেকে বেঁচে থাকতে পারে ।

তাই সকল মুসলিমেরই উচিত যখন সে কোন ইবাদত করবে, সে যেন নিজেকে কিছু প্রশ্ন করে– "আমি কেন এই কাজটি করছি? এটি কি সত্যি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য? নাকি আমি এটি করছি অন্য কাউকে আকৃষ্ট করার জন্য বা কারো প্রশংসা পাওয়ার জন্য? যদি সে বুঝতে পারে যে তার এই কাজ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য করা হচ্ছে না; তাহলে তার উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, যাতে তিনি (আল্লাহ্ তা'য়ালা) তার অন্তরে একনিষ্ঠতা তৈরী করে দেন এবং অন্তর থেকে রিয়ার ব্যধিকে দূর করে দেন। তার উচিত নয় শয়তানের অনুসারীদেরকে তার উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দেয়া অথবা রিয়ার ভয়ে ভাল আমলগুলো বর্জন করা।

পরিশেষে আমি একটি রাসূল ﷺ এর হাদীস বলব, যে হাদীসটি হল একনিষ্ঠতার রহমতের সারমর্মঃ আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্নিত, রাসূল ﷺ বলেন, *"যে ব্যক্তি আখিরাতকে তার লক্ষ্য বানাবে আমি তাকে অন্তরের প্রাচুর্য দান করব,তার প্রয়োজন পূরণ করব (কাজ সহজ করে দিব) এবং না চাইলেও দুনিয়া তার কাছে চলে আসবে; আর যে দুনিয়াকে তার লক্ষ্য বানাবে সে চোখের সামনে তার দারিদ্র্য দেখতে পাবে,তার বিষয়গুলো অগোছালো পাবে এবং আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত দুনিয়ার কিছুই সে পাবে না।"*[৮৫]

এ (আর-রিয়া) কিতাবটি পরিবেশনার মধ্যে যদি কোন ভাল কিছু থাকে, তাহলে তা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আর এর মধ্যে যদি কোন ভুল কিছু থাকে, তাহলে তা আমার নিজের ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন এবং জান্নাতের মধ্যে দাখিল করান। আমি আল্লাহর কাছে আরও আশ্রয় চাচ্ছি, তিনি যেন আমাদের জানা ও অজানা সকল শিরক থেকে রক্ষা করেন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য।"[৮৬]

[৮৫] সহীহ আল জামি, হাদীস নং-৬৫১৬
[৮৬] সূরা সাফ্ফাতঃ ১৮০-১৮২